পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেশপ বিল্ডিং,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্মারক নং : ৩৮১৬/পি.এন./ও/১/৪এ-২/০৬ তারিখ : ০৭.০৯.২০১১

প্রেরক:
বরুণ কুমার রায়
সচিব,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক:

১. **সভাপতি**

২. **নির্বাহী আধিকারিক**

.... পঞ্চায়েত সমিতি

.... জেলা

বিষয়: পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

মহাশয়/মহাশয়া,

সাধারণ মানুষের স্বার্থে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত সমিতিকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এই দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির মতো আপনাদের পঞ্চায়েত সমিতিও পালন করে এসেছে। এই দায়িত্ব আরও ভাল ভাবে পালন করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা দরকার।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

শক্তিশালী জনমুখী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় আমরা পঞ্চায়েত সমিতিগত ভাবে কতটা এগোতে পারলাম তা বোঝার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হলো স্বমূল্যায়ন। পাঁচ বছর আগে এটি প্রথম শুরু হয় এবং গত পাঁচ বারে বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে অভিনন্দন জানাই। জেলা ও ব্লকস্তরের যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এই প্রক্রিয়াটির তাৎপর্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে বোঝাতে সাহায্য করেছেন অভিনন্দন জানাই তাঁদেরকেও। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করেছিলেন ও সেই সংক্রান্ত নম্বরগুলি আমাদের জানিয়েছিলেন।

গত পাঁচ বছরের মতো এবছরেও পঞ্চায়েত সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে একত্র করে এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের মধ্যে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলি আছে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলির উত্তর লিখবেন। সেই উত্তর অনুযায়ী ঐ প্রশ্নে নিজেকে নম্বর দিতে হবে। কীভাবে নম্বর দেবেন তা বলা আছে প্রত্যেক প্রশ্নের 'নির্ধারিত নম্বরের ধরণ'-এ। এছাড়াও যে প্রশ্নগুলিতে ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেখানে প্রশ্নের পাশে ছোট হরফে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। উত্তর দেওয়ার আগে সেগুলি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। এইভাবে নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করলে আপনারা ও আপনাদের সহকর্মীরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন সবচেয়ে ভালো অবস্থায় (সর্বোচ্চ নম্বর) পৌঁছাতে এখনো কী কী ঘাটতি আছে। এই ঘাটতিগুলির কারণ খুঁজে বের করার জন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে 'ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ' বলে একটি কলম যোগ করা আছে। ভালো নম্বর কোনটিকে ধরা হবে তা আমরা ঠিক করে দিচ্ছি না। পঞ্চায়েত সমিতি নিজেই ঠিক করবেন কোনটি ভালো নম্বর। একেকটি প্রশ্নে এই ভালো নম্বর এক এক রকম হতেই পারে। কোনো প্রশ্নে পঞ্চায়েত সমিতি যে নম্বরটিকে ভালো নম্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেই নম্বরের থেকে কম নম্বর পেলে তখন ঐ ভালো নম্বর না পাওয়ার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। এই কারণ একটিও হতে পারে বা একাধিকও হতে পারে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাথে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণের তালিকা দেওয়া আছে। তার মধ্যে যেটি বা যেগুলি এই পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটির বা সেগুলির বাঁদিকের ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করতে হবে। যে কারণগুলি উল্লেখ করা আছে তার বাইরে অন্য কোনো কারণ হলে সেটিকে অন্যান্য কারণের স্থানে লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতার কারণগুলি চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। দুর্বলতার নির্দিষ্ট কারণগুলি চোখের সামনে থাকলে তবেই আগামী দিনে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে সেগুলিকে কাটিয়ে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয়, শক্তিশালী ও জনমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া এই প্রতিবেদনে যে সমস্ত তথ্য আছে তা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেইজন্য 'এক নজরে পঞ্চায়েত সমিতি' শীর্ষক একটি ফর্ম রাখা হয়েছে ৫ পাতায়। এগুলি যথাযথভাবে পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

এইভাবে সবকটি প্রশ্নের মূল্যায়ন করলে বেশ কিছু ভালো বা শক্তির দিক যেমন বেরিয়ে আসবে তেমন কারণ সহ দুর্বলতার দিকগুলিও চিহ্নিত হবে। এই শক্তির দিকগুলি থেকে উৎসাহিত হয়ে আপনারা ভবিষ্যতে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারবেন। সেজন্যই এই মূল্যায়ন ◎ যা একমাত্র আপনারা তথা আপনাদের পঞ্চায়েত সমিতিই করতে পারেন শক্তি-দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজেকে উন্নত করার এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়ে ◎ তাই স্বমূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে যে সামগ্রিক তথ্যভিত্তি তৈরি হবে তা আগামী দিনে আপনাদের পঞ্চায়েত সমিতিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। এছাড়াও এই প্রতিবেদনটি থেকে আপনাদের পঞ্চায়েত সমিতির দুর্বলতার যে কারণগুলি বেরিয়ে আসবে, জেলা বা রাজ্য স্তর থেকেও সেগুলি দূর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বাস্তব অবস্থার সঠিক চিত্র পেলে তবেই ঘাটতিগুলি বোঝা যাবে তাই এই কাজটি সতর্কতা ও সততার সঙ্গে করা হবে বলে আশা করি। গত বছর অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতিই প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মূল্যায়ন করেছিলেন। আশা করি এই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকবে এবং খুব অল্প সংখ্যক পঞ্চায়েত সমিতি যাঁরা গতবছর নিজেদেরকে একটু বেশি নম্বর দিয়েছিলেন তাঁরাও এবারে সুন্দরভাবে এই মূল্যায়নটি করবেন। এর পাশাপাশি সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির তথ্যগুলি সংকলিত হয়ে যখন একটি রাজ্যস্তরের তথ্যভিত্তি তৈরি হবে তখন তার থেকে রাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতিগুলির একটি সামগ্রিক চিত্র বেরিয়ে আসবে যা আগামী দিনে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

এই প্রতিবেদনটির বিভিন্ন বিষয় ২০১০-১১ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে ৩১শে মার্চ, ২০১১ তারিখে (কোনো প্রশ্নে অন্য কোনো তারিখের উল্লেখ না থাকলে) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থান ধরে পূরণ করতে হবে।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রতিটি প্রশ্ন কোন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত তা উল্লেখ করা আছে প্রত্যেক পাতার শেষ লাইনে। এগুলিকে একত্রিত করে সমগ্র প্রতিবেদনে এক-একটি স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারে মোট যে যে প্রশ্নগুলি আছে তা উল্লেখ করা আছে ৬২-৬৩ পাতায়। প্রতিটি স্থায়ী সমিতি তার সভায় ঐ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে উত্তর ও নম্বর দেবেন এবং ভাল নম্বর না পেলে তার কারণ উল্লেখ করবেন। তারপর দশটি স্থায়ী সমিতির দেওয়া উত্তর ও নম্বর এবং উল্লেখ করা কারণগুলিকে একত্রিত করে তার উপরে পঞ্চায়েত সমিতির বর্ধিত সাধারণ সভায় (সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান [প্রধানের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি] সহ পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্য, সমস্ত স্থায়ী সমিতির সাথে যুক্ত সরকারি আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের উপস্থিতিতে) সকলে মিলে আলোচনা করে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে চূড়ান্ত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবেন। দশটি স্থায়ী সমিতির সভায় ও বর্ধিত সাধারণ সভায় আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে এই মর্মে প্রতিটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী আধিকারিক ও সভাপতিকে ৬২-৬৩ পাতার ফর্মে শংসাপত্র দিতে হবে সভার তারিখ সহ।

প্রতিবেদনটি দুটি কপিতে পূরণ করবেন এবং একটি নিজেদের কাছে রেখে অন্যটি **১৫ই নভেম্বর, ২০১১ এর মধ্যে** জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন।

প্রতিবেদনটি দুটি ভাগে রাখা হয়েছে ◎ (ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা এবং (খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার। এই দুটি ভাগে আলাদা করে যে পঞ্চায়েত সমিতি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবেন তাদেরকে একটি উৎসাহবর্ধক তহবিল দেওয়া হবে। অবশ্য এই তহবিল দেওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরের যথার্থতা পরীক্ষিত হবে। কিছু প্রশ্ন বেছে নিয়ে তার নম্বর যাচাই করা হবে এবং একটি বিভাগে বাছাই করা প্রশ্নগুলির মোট নম্বর যাচাইয়ের পর যেভাবে পরিবর্তিত হবে ঐ বিভাগে পঞ্চায়েত সমিতির মোট প্রাপ্ত নম্বরও একই হারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা এই বিভাগ থেকে পরে পাঠানো হবে। ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে পূরণ করা প্রতিবেদন জেলায় জমা না পড়লে সেই পঞ্চায়েত সমিতি এই তহবিলের জন্য বিবেচিত হবে না। ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়নের ভিত্তিতে যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তাদের নামের তালিকা ৬৬ পাতায় দেওয়া আছে।

এবারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলির সাথে গত বারের স্বমূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরগুলি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন গত এক বছরে কতটা অগ্রগতি হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির সামগ্রিক কাজকর্মে। এছাড়া মূল্যায়নে যে ঘাটতিগুলি বেরিয়ে এল সেগুলি মেটাতে দ্রুত পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানাই। যে ঘাটতিগুলি মেটানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ও রাজ্য অর্থ কমিশনের নিঃশর্ত তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের টাকা ব্যবহার করার অনুরোধ জানাই।

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের জন্য। তাই আগামী দিনে এই প্রতিবেদনের চেহারা কী রকম হবে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আগামী বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে কী কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আপনাদের মতামত চাওয়া হয়েছে ৬৪ পাতায়। এটিতে আপনাদের প্রস্তাবগুলি জানাতে অনুরোধ করি। পঞ্চায়েত সমিতি ছাড়া অন্য যে কোনও স্তরের জনপ্রতিনিধি বা আধিকারিকও এই ৬৪ পাতার ফর্মে তাঁদের মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি জানতে চাওয়া হয়েছে ৬৫ পাতায়। এই রকম সামগ্রিক তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটিও পূরণ করার অনুরোধ রাখি।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

আশা রাখি বিষয়টিকে আপনারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং যে উদ্দেশ্যে এটি ভাবা হয়েছে তা সফল করবেন। সমগ্র প্রয়াসটি আপনাদের উপকারে লাগবে এই আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে,

(বরুণ কুমার রায়)

স্মারক নং : ৩৮১৬/১(৮)/পি.এন./ও/১/৪এ-২/০৬ তারিখ : ০৭.০৯.২০১১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১. মহাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা।

২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

৩. সভাধিপতি, …………………… জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৪. জেলা শাসক, …………………… জেলা (সকল)।

৫. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, …………………… জেলা পরিষদ / মহকুমা পরিষদ (সকল)।

৬. মহকুমা শাসক, …………………… মহকুমা (সকল)।

৭. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, …………………… জেলা (সকল)।
মূল চিঠি সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও নির্বাহী আধিকারিককে পাঠানোর অনুরোধ করা হল এবং অনুলিপি সমস্ত মহকুমা শাসককে পাঠানোর অনুরোধ করা হল।

৮. এই বিভাগের সকল শাখা।

(দিলীপ কুমার পাল)
যুগ্ম সচিব

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

এক নজরে পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতি : জেলা : টেলিফোন নম্বর (STD কোড সহ) :

(১) ডাক যোগাযোগের ঠিকানা (পিন কোড সহ) ◎

(২) জনসংখ্যা ও সাক্ষরতা বিষয়ক :

সূচক	২০০১ (জনগণনা)			২০১১ (জনগণনা)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(ক) জনসংখ্যা						
(খ) তফসিলি জাতির জনসংখ্যা						
(গ) তফসিলি উপজাতির জনসংখ্যা						
(ঘ) সংখ্যালঘু জনসংখ্যা [অর্থাৎ হিন্দু ছাড়া অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা]						
(ঙ) সাক্ষরতার হার [= সাক্ষর জনসংখ্যা ÷ (মোট জনসংখ্যা ◎ ০ থেকে ৬ বছর বয়সী জনসংখ্যা)]						

প্রশ্নগুলি ৩১.৩.২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(৩) পরিবারের সংখ্যা : তফসিলি জাতি ◎ তফসিলি উপজাতি ◎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ◎ অন্যান্য ◎ মোট ◎

(৪) পরিবারগুলির আয়ের মূল উৎস (কতগুলি পরিবার প্রধানত এই সব উৎসগুলি থেকে আয় করেন) : কৃষি (পশুপাখি ও মাছচাষ সহ) ◎ শিল্প (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ) ◎ ব্যবসা ◎ পরিষেবা (শিক্ষকতা, চাকরি ইত্যাদি) ◎ অন্যান্য ◎

(৫) ভোটারের সংখ্যা (১.১.২০১১ তারিখের নির্বাচক তালিকা অনুযায়ী) : পুরুষ ◎ মহিলা ◎ মোট ◎

(৬) পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যসংখ্যা : সাধারণ (পুরুষ) ◎ , সাধারণ (মহিলা) ◎ , তফসিলি জাতি (পুরুষ) ◎ , তফসিলি জাতি (মহিলা) ◎ , তফসিলি উপজাতি (পুরুষ) ◎ , তফসিলি উপজাতি (মহিলা) ◎ , মোট (পুরুষ) ◎ , মোট (মহিলা) ◎ , সর্বমোট ◎

(৭) পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল/জোটের সদস্যসংখ্যা ◎

(৮) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: মোট ◎ কটির পাকা বাড়ি আছে ◎ কটিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ◎ কটিতে বালক-বালিকাদের আলাদা শৌচাগার আছে ◎

(৯) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: মোট ◎ কটির পাকা বাড়ি আছে ◎ কটিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ◎ কটিতে বালক-বালিকাদের আলাদা শৌচাগার আছে ◎

(১০) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: মোট ◎ কটির পাকা বাড়ি আছে ◎ কটিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ◎ কটিতে বালক-বালিকাদের আলাদা শৌচাগার আছে ◎

(১১) মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা: মোট ◎ কটির পাকা বাড়ি আছে ◎ কটিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ◎ কটিতে বালক-বালিকাদের আলাদা শৌচাগার আছে ◎

(১২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা: মোট ◎ কটির পাকা বাড়ি আছে ◎ কটিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে ◎ কটিতে পুরুষ-মহিলাদের আলাদা শৌচাগার আছে ◎

নীচের (১৪) ও (১৫) নং প্রশ্নদুটি যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে সেই তারিখের অবস্থা অনুযায়ী উত্তর দিতে হবে।

(১৩) (ক) পঞ্চায়েত সমিতিতে কম্পিউটার কোন কোন কাজে ব্যবহার হচ্ছে (✓ দিন)? (১) এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. (২) সরল-আই.এফ.এম.এস. (৩) অফিসের বিভিন্ন তথ্য রাখা ও চিঠিপত্র করা (৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

(খ) কম্পিউটার ব্যবহারে কি অসুবিধা হচ্ছে (যদি হয়)?

(১৪) পঞ্চায়েত সমিতিতে ইন্টারনেট ব্যবস্থা আছে কি (✓ দিন)? হ্যাঁ না

বি. দ্র.: (৮), (৯) ও (১০) প্রশ্নগুলিতে স্বীকৃত মাদ্রাসার (যদি থাকে) সংখ্যা ধরে উত্তর লিখতে হবে।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(কোনো প্রশ্নে নির্দিষ্ট করে অন্য কিছু বলা না থাকলে ৩১.৩.২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।)

(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা

১. পঞ্চায়েত সমিতির দেয় পরিষেবা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে যত রাস্তা আছে তার সম্পূর্ণ তালিকা রোড রেজিস্টারে আছে কি? [পঞ্চায়েত সমিতির ম্যাপে রাস্তাগুলি দেখানো থাকবে এবং সেগুলির সম্পূর্ণ তথ্য অর্থাৎ রাস্তার নাম, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, প্রকৃতি ও গুণমান রোড রেজিস্টারে লেখা থাকবে]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. রোড রেজিষ্টার রাখতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. রোড রেজিস্টার কী ফরমায় রাখতে হবে তা জানা ছিল না। ৩. রোড রেজিষ্টার রাখার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. যেহেতু নতুন রাস্তা করার মতো অর্থ বা জমি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব মনে হয়েছে, তাই রোড রেজিস্টার তৈরি করা অর্থহীন। ৫. এরকম একটি রেজিষ্টার তৈরি হয়েছিল কিন্তু হালনাগাদ করা হয়নি। ৬. তালিকাটি আংশিক সম্পূর্ণ হয়ে আছে। ৭. রোড রেজিষ্টার আছে কিন্তু এটির দায়িত্ব কার জানা নেই বলে রেজিষ্টারটি সম্পূর্ণ করা বা হালনাগাদ করার কাজ কেউ করে না। ৮. রোড রেজিস্টার রাখার ব্যাপারে কোনো স্থায়ী সমিতির সদস্য বা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উৎসাহ দেখাননি বলে এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে থাকা রাস্তার কত শতাংশ সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত? [শুধু মাটির রাস্তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত ভাবা চলবে না। উপরে পিচ দেওয়া না হলেও যদি মোরাম বিছানো অথবা ইঁট বা বোল্ডার বা পাথরকুচি বসানো হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে সহজে চলাচলের মতো হয় সেসব রাস্তাকেই এই শ্রেণিতে আনা যাবে। শতাংশের হিসাব মোট রাস্তার (কিলোমিটার) দৈর্ঘ্যের তুলনায় করতে হবে। উল্লেখ করা যায় যে, লালমাটির এলাকাগুলিতে রাস্তার পাশের মাটি অনেক সময়েই মোরাম মিশ্রিত হয়ে থাকে। এবং সেই মাটি ব্যবহার করলে রাস্তার উপরে জল জমে না বা কাদা হয় না। সেই কারণে সে সব জায়গায় মাটির রাস্তা ও মোরাম রাস্তায় তফাত নেই। এই রাস্তাগুলিকে মোরাম রাস্তা বলেই ভাবতে হবে।]		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৮০-১০০% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **৫**, ৭০-৭৯% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **৩**, ৬০-৬৯% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **২**, ৫০-৫৯% রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **১**, ৫০%-এর কম রাস্তা সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৫		১. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম কোনো রাস্তা নেই। ২. সব ঋতুতে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে রকম রাস্তা বেশি নেই। ৩. এ রকম রাস্তা আছে কিন্তু কখনো হিসাব করা বা মাপা হয়নি তাই কত শতাংশ জানা যাচ্ছে না। ৪. রোড রেজিষ্টার নেই বা থাকলেও কোনো রাস্তা নিয়ে দাবি উঠলে তাকে সব ঋতুতে চলার উপযুক্ত করার জন্য স্কীম নেওয়া হয়, তাই এরকম কোনো তথ্য রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। ৫. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৬. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক), (খ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. পঞ্চায়েত সমিতির দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে থাকা রাস্তার কত শতাংশে সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন? [পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় তার দায়িত্বের আওতায় এই ধরণের রাস্তা মোট যত কিলোমিটার আছে তার মধ্যে কত কিলোমিটার সারাই ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন তা শতাংশের হিসাবে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রয়োজন বিচার করতে হবে রাস্তাটি যে মান অনুযায়ী ও যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি হয়েছিল সেই প্রয়োজন অক্লেশে মেটাচ্ছে কিনা তাই বুঝে। অর্থাৎ গরুর গাড়ি যাওয়ার মাটির রাস্তায় মাটি সব জায়গায় সমানভাবে আছে কিনা দেখতে হবে। মোরাম রাস্তায় মোরাম মসৃণভাবে আছে কিনা, ইঁট বিছানো রাস্তায় কোনো ভাঙ্গা অংশ নেই ও চলাচলের অসুবিধে নেই এসব দেখতে হবে। তথ্য থাকলে তবেই পঞ্চায়েত সমিতি নির্ধারিত নিয়মে ০ থেকে ৩ পেতে পারেন। তথ্য না থাকলে রাস্তার অবস্থা যাই হোক না কেন পঞ্চায়েত সমিতি -১ পাবেন।]		রোড রেজিস্টার থাকলে বা অন্যভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০% বা তার কম হলে ৪, ১১-২০% হলে ২, ২১-৩০% হলে ১, ৩০%-এর বেশি হলে ০ এবং কোনো তথ্য না থাকলে -১	৪		১. মাটির প্রকৃতি এমন যে সারাই করলেও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ২. রাস্তার ভার বহন ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি ওজনের গাড়ি যাতায়াত করে বলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। ৩. সারাইয়ের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ষার ঠিক আগে করা হয় বলে বর্ষার পরে পরেই রাস্তা আবার নষ্ট হয়ে যায়। ৪. সমস্ত রাস্তা ঠিকঠাকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে নেই। ৫. সারাইয়ের প্রয়োজন এমন রাস্তার পরিমাপ করা হয়নি তাই হিসাব নেই। ৬. রোড রেজিষ্টার নেই বা একটু বেশি বৃষ্টি হলে জল বের করে দেওয়া বা মাঠে জল নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা যথেচ্ছভাবে রাস্তা কেটে দেন বলে কোনো হিসাব রাখা সম্ভব হয় না। ৭. রোড রেজিষ্টারে এরকম কোনো তথ্য নেই। ৮. অন্য কোথাও এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) সারা বছর এলাকার পরিবারগুলি পানীয় জল কীভাবে পান? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [যে কোন নিরাপদ পানীয় জলের উৎসকে (যেমন নলবাহিত জল, নলকূপ বা কুয়ো) এই হিসাবে আনা যাবে।]	(১) সব পাড়ার পরিবারগুলি বছরের সব মাসেই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান (২) সব পাড়ার পরিবারগুলি সাধারণভাবে ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পান কিন্তু বছরের কোনো কোনো মাসে পান না (৩) এমন পাড়া আছে যেখানে বছরের কোনো সময়েই ১০০ মিটারের মধ্যে পানীয় জল পাওয়া যায় না	উত্তর (১) হলে ৪, উত্তর (২) হলে ২ এবং উত্তর (৩) হলে ০	৪		১. সব পাড়ার সকল পরিবারের জন্য ১০০ মিটারের মধ্যে জলের উৎসের ব্যবস্থা করা যায়নি। ২. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিকাংশ জলের উৎস শুকিয়ে যায়। ৩. এই অঞ্চলে জল জমিয়ে রাখার আধার নেই বললেই চলে। ৪. নলকূপ বসালে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ৫. এলাকার মানুষের নদী-পুকুরের জল খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. পঞ্চায়েত সমিতির দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সব রাস্তা বা স্থান বেআইনি দখলমুক্ত আছে কি? [এলাকার মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা স্থান বেআইনি দখলে আছে বলতে এইসব এলাকায় কোনো জবরদখল আছে এরূপ অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। বাস্তুহীন পরিবার রাস্তা বা খালপাড় বা অন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে ঘর করে থাকলে তাঁরা যতই দুঃস্থ হোন না কেন তাকে জবরদখল বলেই ভাবতে হবে। সেই পরিবারকে অবশ্য কোনো বাস্তু জমিতে ঘর করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. যে সমস্ত রাস্তা বা স্থান বেআইনি দখলে আছে তা মুক্ত করতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. বেআইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করা পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব এটা জানা ছিল না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে বেআইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করার কাজ ব্যাহত হয়েছে। ৪. বেআইনি রাস্তা বা স্থান দখলমুক্ত করতে গেলে অশান্তি হতে পারে এই ভেবে করা হয়নি। ৫. অনেক ক্ষেত্রে খুব নিম্নবিত্ত পরিবারের লোকজন বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছেন বলে মানবিক কারণে দখলমুক্ত করা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বি.পি.এইচ.সি.), প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পি.এইচ.সি.) বা পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত অন্যান্য সম্পত্তিগুলি কী অবস্থায় সংরক্ষিত আছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বা অন্যান্য ভবন/কেন্দ্র সন্তোষজনক অবস্থায় সংরক্ষিত আছে বলতে ঐ কেন্দ্রগুলির বাড়িতে বড় রকমের কোনো মেরামতির প্রয়োজন নেই, কেন্দ্রে বা পাশে পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে এবং কেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় এমন বোঝানো হয়েছে। কেন্দ্রগুলিতে এই ব্যবস্থার কিছু কিছু থাকলে সেটিকে আংশিক সন্তোষজনক বলে ধরা যাবে। আর এই ব্যবস্থার অধিকাংশই না থাকলে সেটিকে সন্তোষজনক নয় বলে ধরতে হবে।]	সন্তোষজনক আংশিক সন্তোষজনক সন্তোষজনক নয় কী অবস্থায় আছে জানা নেই	সন্তোষজনক হলে ৩, আংশিক সন্তোষজনক হলে ২, সন্তোষজনক না হলে ০ এবং কী অবস্থায় আছে জানা না থাকলে -১	৩		১. বি.পি.এইচ.সি. বা পি.এইচ.সি.গুলির রক্ষণাবেক্ষণ পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব এটা জানা ছিল না। ২. বি.পি.এইচ.সি. বা পি.এইচ.সি.গুলির রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৩. এইসব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিভাগীয় আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কার কতটা দায়িত্ব তা কোনো পক্ষেরই জানা নেই বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. বি.পি.এইচ.সি. ও সমস্ত পি.এইচ.সি.গুলিকে সন্তোষজনক অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে নেই। ৫. ন্যস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকা বা হিসাব নেই তাই সেগুলি কী অবস্থায় আছে জানা নেই। ৬. ন্যস্ত সম্পত্তি বেশিরভাগ বে-আইনি দখল হয়ে আছে বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৮. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজটিতে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৯. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ১০. ন্যস্ত সম্পত্তিগুলির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সম্ভাব্য আয়ের থেকে বেশি বলে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঙ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (চ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. পঞ্চায়েত সমিতির দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ছ) এলাকার মধ্যে কত শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অনুমোদিত হাই মাদ্রাসাতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা আছে? [প্রয়োজনের বিচারে এবং স্বাস্থ্যবিধানের নীতি অনুসারে সব বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক) / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অনুমোদিত হাই মাদ্রাসাতে বালক ও বালিকাদের জন্য জলের ব্যবস্থা সহ পৃথক শৌচাগার থাকবে। আবার যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৫০ জনের বেশি পড়ুয়া আছে সেখানে বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা সহ একাধিক শৌচাগার থাকবে। কাজেই এই নিয়মের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা আলাদাভাবে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী শৌচাগারের সংখ্যা ঠিক করতে হবে। এখানে পঞ্চায়েত সমিতিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং যেখানে সম্ভব, সেই প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজটি করানো যেতে পারে। তবে অনেক জায়গাতেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হবে। স্বেচ্ছায় দেওয়া শ্রম বা অর্থ এই ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে। যাই হোক, ৩১-৩-২০১০ তারিখের পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতি নম্বর পাবে।]		৮১-১০০% জায়গায় থাকলে **৩**, ৬০-৮০% জায়গায় থাকলে **২** ৪০-৫৯% জায়গায় থাকলে **১**এবং ৪০%-এর কম জায়গায় থাকলে **০**	৩		১. সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা শৌচাগার ও জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. প্রয়োজনে বালক-বালিকারা বাড়িতে বা অন্য কোথাও চলে যায় বলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সমস্ত স্থানে এই ব্যবস্থাগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে নেই। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থাগুলি করার কাজটি বিঘ্নিত হয়। ৫. সর্বশিক্ষা অভিযান বা অন্যান্য বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ থেকে এই ব্যবস্থাগুলি হয়ে যাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। ৬. অন্যান্য কারণ (উল্লেখ করুন) -
(জ) এলাকায় যে সমস্ত বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসা আছে তাদের মধ্যে কত শতাংশ পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত? [পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩, এর ১১৬(১) ধারা অনুযায়ী ব্লক এলাকার কোন অংশেই, পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে নেওয়া লাইসেন্স ছাড়া রাজ্য সরকার দ্বারা ঘোষিত বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসার কাজ করা যাবে না। কোনগুলি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসা তা নিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন নং 4236/PN/O/I/1T-1/04 তাং: 21.12.2004 রাজ্য সরকার থেকে প্রচারিত আছে। আর একটি প্রজ্ঞাপন নং 1272/PN/O/I/1T-1/04 তাং: 28.03.2005 দিয়ে সর্বোচ্চ কত টাকা লাইসেন্স ফি ধরা যাবে তা বলা হয়েছে।পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (পঞ্চায়েত সমিতি প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৮ এর ৬৩(৫) নং নিয়মে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসার লাইসেন্স ফি-এর সর্বোচ্চ সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতি এই লাইসেন্স প্রত্যেক বছর নবীকরণ করবে, না হলে এরূপ ব্যবসা চালানো যাবে না।]		৯০% বা তার বেশি হলে **৩**, ৭৫-৮৯% হলে **২**, ৬০-৭৪% হলে **১**, ৬০%-এর কম হলে **০** এবং কোনো তথ্য না থাকলে **-১**	৩		১. কোন ব্যবসাগুলি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক তা জানা নেই। ২. বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসাগুলির লাইসেন্স যে পঞ্চায়েত সমিতি দেবে তা জানা ছিল না। ৩. লাইসেন্স নেই এমন বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসার সংখ্যা কত তা জানা না থাকায় শতাংশের হিসাব করা গেল না। ৪. এই ধরণের ব্যবসাগুলির লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগের ঘাটতি আছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে এই লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। ৬. উপযুক্ত কর্মীর অভাবে কাজটি ভালভাবে করা যাচ্ছে না। ৭. এই ধরণের ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁদের অধিকাংশই স্থানীয় স্তরে খুব প্রভাবশালী, সেইজন্য তাঁদেরকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা যায় না। ৮. লাইসেন্স না নিলে যেহেতু কোনো শাস্তি হয় না, তাই এই ধরণের ব্যবসাদাররাও লাইসেন্স নিতে খুব আগ্রহী হন না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ছ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (জ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১. পঞ্চায়েত সমিতির দেয় পরিষেবা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঝ) পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার নিকাশি (বিশেষ করে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে যে সব নিকাশি ব্যবস্থা আছে) ব্যবস্থাগুলির অবস্থা কী রকম? [পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার নিকাশি (বিশেষ করে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে যে সব নিকাশি ব্যবস্থা আছে) ব্যবস্থাগুলির অবস্থা সন্তোষজনক বলতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিকাশি ব্যবস্থা আছে এবং সেগুলিতে বড় ধরণের সংস্কারের প্রয়োজন নেই এমন বোঝানো হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থা বেশ কিছু আছে (যদিও পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়) এবং/অথবা কয়েকটিতে সংস্কারের প্রয়োজন এমন হলে সেটিকে আংশিক সন্তোষজনক এবং নিকাশি ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল এবং/অথবা অধিকাংশগুলিই সংস্কারের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে অর্থাৎ বিভিন্ন বাড়ি থেকে বেরোনো নোংরা জল বা বৃষ্টির জল জমে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এমন হলে বা কোনো রকম নিকাশি ব্যবস্থা না থাকলে সেটিকে সন্তোষজনক নয় বলে ধরতে হবে।]		সন্তোষজনক হলে ২, আংশিক সন্তোষজনক হলে ১, সন্তোষজনক না হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	২		১. নিকাশি ব্যবস্থার দিকে সেভাবে নজর দেওয়া হয় নি। ২. নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলি কার্যকরী অবস্থায় নেই। ৩. সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থানে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত প্রয়োজনীয় অর্থ পঞ্চায়েত সমিতির হাতে নেই। ৪. নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জমি পাওয়া যায়নি। ৫. সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিকাশিব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ নেয়নি। ৬. অনেক নিকাশি নালাই পাশের জমির মালিকরা জবরদখল করে নিয়েছেন। ৭. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় চাপ অনেক বেশি থাকায় নিকাশিব্যবস্থার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঞ) পঞ্চায়েত সমিতি ও তার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে মোট যত গাছ লাগান সেগুলি সব সরবরাহ করার মতো যথেষ্ট নার্সারি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় আছে কি? (অর্থাৎ কোনো গাছ বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় না) [এই নার্সারি পঞ্চায়েত সমিতির নিজের বা বন দপ্তরের বা কোন স্বনির্ভর দল অথবা স্বেচ্ছাসেবী দলের উদ্যোগে হতে পারে এবং চারা গাছের জন্য কিছু মূল্য (নিয়ন্ত্রিত হলেই ভাল) দিতে হতে পারে। এখানে বিচার করতে হবে এলাকাতেই চারাগাছ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। পাওয়া গেলে (যার উদ্যোগেই হোক না কেন) পঞ্চায়েত সমিতি নম্বর পাবে।]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. নার্সারি গড়ে তোলার বিষয়টি কখনো ভাবা হয়নি। ২. এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক নার্সারি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. নার্সারি গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বলা হয়েছিল কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। ৪. স্থানীয় স্বনির্ভর দল বা অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করার মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. যথেষ্ট সংখ্যক নার্সারি গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে নেই। ৬. নার্সারি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রচুর চারাগাছ নষ্ট হয়ে যায়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করন) -
মোট			৩০		

প্রশ্ন (ঝ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঞ) : বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

২. পঞ্চায়েত সমিতির কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভা [মুলতুবি সভা যা এক সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিকে একটি সভা হিসাবে গুণতে হবে। তবে তলবী সভাকে এই হিসাবে আনা যাবে না।]		সভার সংখ্যা ১৫ বা তার বেশি হলে ১০, ১৩-১৪ হলে ৮, ১২ হলে ৬, ১০-১১ হলে ৪, ৮-৯ হলে ২ এবং ৮-এর কম হলে ০	১০		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। ৪. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সব সময় পাওয়া যায়নি। ৫. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারেনি। ৬. সভাপতি এবং/অথবা সহকারী সভাপতি সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে সভা ডাকার দরকার হয়নি। ৭. সমস্ত সিদ্ধান্ত অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে হয়ে যায়, সেইজন্য সাধারণ সভার মিটিং নিয়মিত হয় না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থিতির হার		উপস্থিতি ৮০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় সম্মিলিত ভাবে তপসিলী জাতি ও উপজাতি সদস্যদের উপস্থিতির হার		উপস্থিতি ৭৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৪% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (১) - (৩) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

২. পঞ্চায়েত সমিতির কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ (চলছে)

ক্ষেত্র	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৪) পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় মহিলাদের উপস্থিতির হার [পঞ্চায়েত সমিতির মোট মহিলা সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। অর্থাৎ মহিলা সদস্যের উপস্থিতির হার =(উপস্থিতি মহিলা সদস্য/পঞ্চায়েত সমিতির মোট মহিলা সদস্য) x ১০০.]		উপস্থিতি ৭৫% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৭৪% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৪০-৪৯% হলে **২**, ৩৩-৩৯% হলে **১** এবং ৩৩%-এর কম হলে (যখন অধিকাংশ সভাই মুলতবী সভা) **০**	৫		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সমস্ত মহিলা সদস্যরা ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. মহিলারা প্রকাশ্য সভায় আসতে পছন্দ করেন না। ৪. এলাকার পরিবারগুলি থেকে মহিলাদেরকে সভায় আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়। ৫. সভায় আলোচনার বিষয় মহিলাদের প্রভাবিত করে না। ৬. মহিলারা সভায় আলোচনার সুযোগ ঠিকভাবে পান না বা আলোচনা করেন না। ৭. মহিলারা আলোচনার সুযোগ পেলেও গৃহীত সিদ্ধান্তে তাঁদের আলোচিত বিষয় স্থান পায় না। ৮. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৯. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৫) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভার কটি মিটিং যথাযথ কোরাম না হবার জন্য মুলতবি হয়েছে?		মুলতবী হয়ে যাওয়া মিটিং এর সংখ্যা ১টি ও না হলে ২ ১ টি হলে ১ ১ এর বেশী হলে ০	২		১. সভার নোটিশ ঠিকমতো বিলি হয় না, অর্থাৎ সমস্ত সদস্য ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বদলে আগে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয় বলে অনেক সদস্য আসতে উৎসাহিত হন না। ৩. সমস্ত সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে সবাই আসতে উৎসাহিত হন না। ৪. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণকে ঠিকমতো বলতে দেওয়া হয় না বলে তাঁরা আসতে উৎসাহিত হন না। ৫. সবার বক্তব্য (সংক্ষেপে) কার্যবিবরণীতে লেখা হয় না বলে অনেকে সভায় আসতে উৎসাহিত হন না। ৬. যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যও সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে অনেকে আসতে উৎসাহিত হন না। ৭. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র এলাকার কোনো বিষয় আলোচ্যসূচীতে নেই বলে অনেকে আসতে উৎসাহ পান না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) সবকটি পঞ্চায়েত সমিতির সভার কার্যবিবরণী লেখা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ২ না হলে ০	২		১. নিয়মিত কার্যবিবরণী লেখার প্রয়োজনীয়তা বোঝা জায়নি। ২. কার্যবিবরণী লেখার দায়ীত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অদক্ষকতার কারণে কার্যবিবরণী লেখা যায়নি। ৩. নির্দ্দিষ্ট মিটিং-এর পূর্ববর্তী মিটিং গুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হয়না বলে কেউ কার্যবিবরণী লেখার গুরুত্ব অনুভব করেন না। ৪. সভাপতি কার্যবিবরনী লেখা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন না,তাই কার্যবিবরনী লেখা হয় না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৭) গত আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির কতগুলি সাধারণ সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে বা ভোটের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে?		৫টি বা তার বেশী সভায় হলে ২ ৩-৫ টি সভায় হলে ১ ৩ টির কম সভায় হলে ০	২		১. সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থিত প্রস্তাব নির্দিষ্ট একটি অংশের জনগণকে সহায়তা দেয়। ২. রাজনৈতিক কারণে কিছু সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করে থাকে। ৩. তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র উপকৃত হবেনা তাই কিছু সদস্য বিরোধিতা করে থাকে। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (৪) – (৭) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

২. পঞ্চায়েত সমিতির কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৮) গত ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সমস্ত স্থায়ীসমিতিগুলির সম্মিলিত ভাবে কত শতাংশ সভা হয়েছে? [প্রতিটি স্থায়ীসমিতির একটি আর্থিক বছরে ১২ টি করে সভা করার কথা। দশটি স্থায়ীসমিতির তাই মোট ১২০টি সভা করার কথা।]		৯০%-১০০% হলে ৫, ৮০-৮৯% হলে ৪, ৭০%-৭৯% হলে ৩, ৬০%-৬৯% হলে ২, ৫০%-৫৯% হলে ১, এবং ৫০%-এর কম হলে -১	৫		১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. স্থায়ীসমিতির বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন না। ৪. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে সভা ডাকার প্রয়োজন হয়নি। ৫. সমস্ত মাসেই কমপক্ষে একটি সভা ডাকার উদ্যোগ কর্মাধ্যক্ষর তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। ৬. সভা ডাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সবসময় পাওয়া যায় নি। ৭. সভায় স্থায়ীসমিতির সদস্যদের কাছ থেকে কোনো মতামত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকায় সভা ডাকা হয় নি। ৮. সভা ডাকা হলেও কোরামের অভাবে সভা হতে পারে নি। ৯. সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় নেওয়া হয়, সেইজন্য এই স্থায়ীসমিতির সভা নিয়মিত হয় না। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৯) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির কতগুলি সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী মত/প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে? [বিরোধী মত বা প্রস্তাব অর্থে বিরোধী কোনো সদস্যের মত/প্রস্তাব নয়। শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত হল, দলমত নির্বিশেষে যে কোনো সদস্য যদি তার বিপরীত কোনো মত বা প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং আলোচনাসূত্রে সেগুলি কার্যবিবরণীতে লেখা হয়ে থাকে (যা হওয়াই উচিত), সেগুলিকেই হিসাবে ধরতে হবে। কার্যবিবরণী দেখে কটি সভায় বিরোধী মত/প্রস্তাব লেখা হয়েছে সেই সংখ্যাটি গুণে সেই অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।]		৩-এর বেশি সভায় হলে ৪, ৩ টি সভায় হলে ৩, ২ টি সভায় হলে ১ এবং ২ টির কম সভায় হলে ০	৪		১. বিরোধী মত বা প্রস্তাব যে কার্যবিবরণীতে লেখা উচিত এটা জানা ছিল না। ২. বিরোধী মত বা প্রস্তাব কার্যবিবরণীতে লেখার রেওয়াজ নেই, শুধু সিদ্ধান্তই লেখা হয়। ৩. বিরোধী মত বা প্রস্তাব সভায় তেমনভাবে উঠে আসে না। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২০		

প্রশ্ন. (৮), (৯) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৩. পঞ্চায়েত সমিতির কাজে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের অংশগ্রহণ

(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের ষান্মাসিক ব্লক সংসদ সভাটিতে উপস্থিতির হার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভাল নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কাক। [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
ষান্মাসিক ব্লক সংসদ সভায় (ডিসেম্বর ২০১০ / জানুয়ারী ২০১১) উপস্থিতির হার কত ছিল?	মোট ব্লক সংসদ সদস্য: উপস্থিত সদস্য: উপস্থিতির হার (%):	উপস্থিতির হার ৫০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৪০-৪৯% হলে **৯**, ৩৫-৩৯% হলে **৮**, ৩০-৩৪% হলে **৭**, ২৫-২৯% হলে **৬**, ২০-২৪% হলে **৫**, ১৫-১৯% হলে **৪**, ১৩-১৪% হলে **৩**, ১১-১২% হলে **২**, ১০% হলে **১**, ১০%-এর কম হলে ০ এবং ব্লক সংসদ সভা না হলে **-২**	১০		১. সভার প্রচার ঠিকমতো হয় না, অর্থাৎ সবাই ঠিকমতো জানতে পারেন না। ২. ভিন্ন মতাদর্শী সদস্যরা ব্লক সংসদ সভায় আসতে উৎসাহিত বোধ করেন না। ৩. সভা করার জন্য যে সময় ঠিক করা হয়েছিল, সেই সময়ে সকলে কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে সভায় সদস্যরা আসতে পারেন না। ৪. ব্লক সংসদের আলোচ্য বিষয় সদস্যদেরকে প্রভাবিত করে না। ৫. ব্লক সংসদ সভায় যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় তা সমস্ত সদস্য খুব ভালো বুঝতে পারেন না। ৬. সদস্যরা ব্লক সংসদ সভায় আলোচনার সুযোগ তেমনভাবে পান না। ৭. ব্লক সংসদ সভায় শুধু আলোচনাই হয় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ৮. সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী উপস্থিত হন না বলে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ৯. ব্লক সংসদ সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তে এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় না। ১০. ব্লক সংসদ সভায় কিছু তালিকা তৈরি হয়, কোনো অগ্রাধিকার নিরূপণ হয় না। ১১. ব্লক সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রাধিকার নিরূপণ হলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

৪. পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকারিতা

(ক) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বাজেট ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০-এর মধ্যে তৈরি করে জমা দিয়েছে?

কোন কোন স্থায়ী সমিতি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০ -এর মধ্যে বাজেট তৈরি করে জমা দিয়েছে (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	ঐ সময়সীমার মধ্যে বাজেট জমা দেওয়া স্থায়ী সমিতির সংখ্যা	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ ৩. পূর্তকার্য ও পরিবহন ৪. কৃষি, সেচ ও সমবায় ৫. শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া ৬. শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ ৭. বন ও ভূমি সংস্কার ৮. মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ ৯. খাদ্য ও সরবরাহ ১০. ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি		উক্ত সংখ্যা × ১	১০		১. স্থায়ী সমিতি ভিত্তিক বাজেট তৈরি হয়নি। ২. নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। ৩. বাজেট তৈরির বর্তমান পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজেট করা যায় না। ৪. পঞ্চায়েত সমিতি তার সাধারণ সভায় বা অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় স্থায়ী সমিতিগুলিকে বাজেট তৈরি করে জমা দেওয়ার কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। ৫. অন্য কাজের চাপে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ৬. এই বাজেট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মী/আধিকারিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন ৩.(ক) ও ৪(ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে?

স্থায়ী সমিতির নাম	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(অ) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) ২৭ নং ফর্মের সাহায্যে আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ (২) পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনা (৩) বাজেট (৪) PROFLAL স্কীমের টাকা ট্রেজারিতে জমা দেওয়া ও মেয়াদপূর্তির পর ফেরত দেওয়া (৫) নিরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া (৬) সম্পদ সংগ্রহ (৭) কর্মসংস্থান প্রকল্প (৮) ক্ষুদ্র সঞ্চয় (৯) বাজার/ব্যবসা/উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা (১০) গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য বা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ (১১) বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত (১২) বিভিন্ন কাজের তদারকি ও মূল্যায়ন (১৩) পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে অনুদান দেওয়া (১৪) ফেরির ব্যবস্থা, শুল্ক, ফি, অভিকর ধার্য্য করা (১৫) প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার ও তার হিসাব জেলা পরিষদকে দেওয়া	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১৫		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ (সভাপতি) নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১০.অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(আ) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) গ্রাম পঞ্চায়েতের শেষ শনিবারের স্বাস্থ্যসভার প্রতিবেদনের পর্যালোচনা (২) শিশু ও মাতৃমৃত্যু কমানো (৩) স্বাস্থ্যবিধান, পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (৪) নিরাপদ জল সরবরাহ (৫) পরিবার পরিকল্পনা (৬) নিরাপদ মাতৃত্ব ও জননী সুরক্ষা (৭) পুষ্টি (৮) নিকাশি ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ (৯) গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক, ডিস্পেনসারীতে দেয় চিকিৎসা পরিষেবা (১০) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ (১১) সাধারণ ও সংক্রামক অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১১		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০.অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১.অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (অ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (আ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতির নাম	বিষয়					নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোলকরে)]
(ই) পূর্তকার্য ও পরিবহন (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুনমান বিচার্য নয়।]	(১) প্রতিটি গ্রামকে সব ঋতুতে চলার উপযোগী রাস্তার সাহায্যে যুক্ত করা	(২) পুরানো রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ	(৩) গ্রামাঞ্চলে নতুন নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি	(৪) গ্রামাঞ্চলে পুরানো নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ	(৫) সাধারণের ব্যবহার্য পরিকাঠামো তৈরি করা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০.অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১.অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৬) আগে যে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ	(৭) IAY রূপায়ণ ও আবাসন	(৮) পরিবহন ব্যবস্থা (সড়ক ও জলপথ)	(৯) রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা	(১০) পঞ্চায়েত সমিতির প্রশিক্ষণ কক্ষ বা লোকশিক্ষা সঞ্চারের শিখন কেন্দ্রটিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো বজায় রাখা				
(ঈ) কৃষি, সেচ ও সমবায় (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুনমান বিচার্য নয়।]	(১) কৃষি সম্প্রসারণ	(২) জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো	(৩) ফলের ও ফুলের চাষ	(৪) কৃষির বৈচিত্র্য বাড়ানো	(৫) ভূমি সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণ ও জলবিভাজিকা উন্নয়ন	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০.অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১.অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৬) কৃষি বিপণন	(৭) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ	(৮) সমবায় ও কৃষি ঋণ	(৯) পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা	(১০) সমস্ত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিককে PROFLAL স্কীমের আওতায় আনার উদ্যোগ				

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ই) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঈ) : কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতির নাম	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোলকরে)]
(উ) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুনমান বিচার্য নয়।]	(১) ১০০ শতাংশ বালক-বালিকার জন্য প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা (২) শিশু শিক্ষা কর্মসূচি ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি (৩) বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো (৪) মিড ডে মিল প্রকল্প (৫) বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রবহমান শিক্ষা (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (৭) ক্রীড়া (৮) তথ্য ও জনসংযোগ (৯) গ্রন্থাগার (১০) সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও বিনোদন	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঊ) শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুনমান বিচার্য নয়।]	(১) শিশুশ্রম প্রতিরোধ (২) অল্প বয়সে বিবাহ, পণপ্রথা, নারী পাচার এবং নারী ও শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনমত ও জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা (৩) ICDS প্রকল্প রূপায়ণ (৪) ICDS কেন্দ্রগুলির নিজস্ব বাড়ি তৈরি ও তার রক্ষণাবেক্ষণ (৫) স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত কর্মসূচি (৬) প্রতিবন্ধী কল্যাণ (৭) তপশিলী জাতি/উপজাতি ভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণ (৮) বয়স্ক ও দুর্বল ব্যক্তিদের কল্যাণ (IGNOAPS, IGNDPS, IGNWPS, NFBS ভাতাপ্রদান ও অন্যান্য পেনশন প্রকল্প সহ) (৯) আইনি সহায়তা (Legal Aid) (১০) ত্রাণ ও পুনর্বাসন	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (উ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঊ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতির নাম	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোলকরে)]
(ঝ) বন ও ভূমি সংস্কার (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) ভূমি সংস্কার (২) খাস বা পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে স্বনির্ভর দলগুলিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো (৩) এলাকার জৈব বৈচিত্র্য বজায় রাখা (৪) চাষ ও বসবাসের জন্য জমি ক্রয় প্রকল্পের রূপায়ণ (৫) সামাজিক বনসৃজন ও বনখামার (৬) ভূমির সদ্ব্যবহার (৭) খাস জমি ও ন্যস্ত জমির সদ্ব্যবহার (৮) যৌথ উদ্যোগে বন সংরক্ষণ ও বনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ (৯) জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি ও যথাযথ ব্যবহার (১০) পর্যটন শিল্পের বিস্তার	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	১০		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(এ) মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]	(১) মাছ চাষের সুযোগ বাড়ানো (২) মাছ চাষের জন্য মিনিকিট বিতরণ (৩) মাছ চাষের বিভিন্ন বিষয় মানুষকে জানানো (৪) গরু, মহিষ, ছাগল, শুকর প্রভৃতির পালন বাড়ানো (৫) গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন (৬) গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা (৭) হাঁস মুরগীর পালন বাড়ানো (৮) হাঁস মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	৮		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঝ) : বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (এ) : মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

স্থায়ী সমিতির নাম	বিষয়	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোলকরে)]
(ঐ) খাদ্য ও সরবরাহ (✓ দিন) [আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুনমান বিচার্য নয়।]	(১) বিভিন্ন ধরণের রেশনকার্ডধারীরা প্রতি সপ্তাহে রেশন দোকান থেকে কোন কোন জিনিস কী কী পরিমাণে পাবেন তার তালিকা সমস্ত রেশন দোকানের সামনে নোটিসবোর্ডে টাঙানোর উদ্যোগ নেওয়া (২) ঐ তালিকার পরিমাণ অনুযায়ী সবাই রেশন পাচ্ছেন কি না তা তদারকি করা (৩) গণবন্টনের জন্য চাল সংগ্রহে সাহায্য করা (৪) গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় হালনাগাদ (Update) করা (৫) বি.পি.এল., অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও অন্নপূর্ণা যোজনার রেশনকার্ড বিতরণ (৬) যে সমস্ত পরিবার দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না তাঁদের নামের তালিকা (গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক) তৈরি করা (৭) ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কি না তা দেখা (৮) ঐ তালিকাভুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তিরা এরকম সহায়তার সুযোগ নিতে পারছেন না বা যাঁরা এরকম সহায়তা পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা খানিকটা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে দিয়ে করানো এবং বাকি সহায়তা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে করা	প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর	৮		১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি। ৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। ৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না। ১০. অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঐ) : খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে? (চলছে)

<table>
<tr><th>স্থায়ী সমিতির নাম</th><th colspan="4">বিষয়</th><th>নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোলকরে)]</th></tr>
<tr><td rowspan="2">(ও) ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি
(✓ দিন)
[আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এই দুটি বিষয় দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী টিক দিতে হবে। তারপর কতগুলি টিক পড়ল তা গুনে প্রাপ্ত নম্বর লিখতে হবে। এখানে সিদ্ধান্তের গুণমান বিচার্য নয়।]</td><td>(১)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প</td><td>(২)
হস্ত শিল্প</td><td>(৩)
খাদি ও গ্রামীণ শিল্প</td><td>(৪)
ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ</td><td rowspan="2">প্রতিটি ✓ পিছু ১ নম্বর</td><td rowspan="2">৮</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">১. এতগুলি বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে এটা জানা ছিল না।
২. কিছু কিছু বিষয়ে কী কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।
৩. সমস্ত বিষয়গুলিকে গত আর্থিক বছরে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
৪. বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।
৫. কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনো কাজ করা যায়নি।
৬. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত না হওয়ার ফলে অনেক বিষয় উপেক্ষিত থেকে যায় বা অনেক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৭. কর্মাধ্যক্ষ নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৮. সাধারণ সভাতেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
৯. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সভায় সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে এই স্থায়ী সমিতির সভায় আলাপ-আলোচনা হয় না।
১০.অনেক বিষয়ে কোনো অনুদান বা বাজেটে কোনো বরাদ্দ না থাকায় কোনো আলোচনা করা হয়নি।
১১.অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>(৫)
শিল্পপণ্যের বিপণন</td><td>(৬)
প্রতিটি বসতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌছানো</td><td>(৭)
চাহিদা আছে এমন সমস্ত পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহ</td><td>(৮)
অচিরাচরিত শক্তির উৎস নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রসার</td></tr>
<tr><td colspan="6">মোট</td><td>১০০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৫)</td><td>২০</td><td></td><td></td></tr>
</table>

৫. পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কতগুলি মাসিক বৈঠক করে তার সংকলিত রিপোর্ট মহকুমা বা জেলাস্তরে পাঠানো হয়েছে? [এখানে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অগ্রগতি বা তার অভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে কিনা এবং রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের অগ্রগতির দায় পঞ্চায়েত সমিতির না হওয়া সত্ত্বেও পর্যালোচনা বা রিপোর্টে গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থান সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনা বাঞ্ছনীয় হবে।]		সব মাসেই (১২) এই বৈঠক হয়েছে এবং সব প্রকল্পের সংকলিত রিপোর্ট মহকুমা শাসক / জেলা শাসক বা জেলা স্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে ৪, অন্তত ১০টি বৈঠক হয়েছে এবং ১০টি সংকলিত রিপোর্ট মহকুমা শাসক / জেলা শাসক বা জেলা স্তরে পাঠানো হয়েছে এমন হলে ২, ৮-৯টি বৈঠক হয়েছে এবং সেগুলির সংকলিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে এমন হলে ১ এবং ৮টির কম বৈঠক হলে ০	৪		১. প্রত্যেক মাসে এইরকম বৈঠক ডাকার রেওয়াজ নেই। ২. প্রত্যেক মাসে এইরকম বৈঠক ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. প্রত্যেক মাসে এইরকম বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ৪. বৈঠক ডাকা হলেও তার সংকলিত রিপোর্ট তৈরি করা হয় না। ৫. বৈঠক ডাকা হলেও তার সংকলিত রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগে ঘাটতি আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ৪. (খ) - (ও) : ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৫. (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। পরের পাতায়.......

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৫. পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা শেষ প্রকল্প/প্রকল্পগুচ্ছ কতদিনের মধ্যে ভেটিং করে গ্রাম পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠানো হয়েছে?		১০ দিনের মধ্যে হলে ৪, ১১-১৫ দিনের মধ্যে হলে ২, ১৬-২১ দিনের মধ্যে হলে ১ এবং ২১ দিনের বেশি হলে ০	৪		১. তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করার রেওয়াজ নেই। ২. তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে তাড়াতাড়ি প্রকল্পগুলি ভেটিং করা সম্ভব হয় না। ৪. এত বেশি প্রকল্প ভেটিংয়ে আসে যে তাড়াতাড়ি সবগুলি ভেটিং করা সম্ভব হয় না। ৫. প্রকল্প ঠিকমতো তৈরি হয়না বলে ফেরত পাঠাতে হয়, তাই ভেটিং-এ দেরি হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি? [ব্যবস্থা বলতে এখানে পুস্তিকা, লিফলেট প্রকাশ, মাইক প্রচার, সচেতনতা শিবির প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে।]		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. এই ধরণের সচেতনতা শিবির করার প্রয়োজন আছে তা জানা ছিলো না। ২. এই ধরণের সচেতনতা শিবির করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. রাজনৈতিক কারণে এই ধরণের শিবির করা যায়নি। ৪. জেলা পরিষদ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

৬. পঞ্চায়েত সমিতি ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) সভা বা প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বড় ঘর (মোটামুটি ৬০ জন ব্যক্তি বসে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন এমন) পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব অফিসবাড়িতে আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. যখন অফিস তৈরি হয়েছিল তখন সভা বা প্রশিক্ষণের ঘরটিকে বড়ই মনে হত কিন্তু আস্তে আস্তে পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ার সাথে সাথে এখন আর বড় বলে মনে হচ্ছে না। ২. বাড়ির কাঠামো বাড়িয়ে বড় ঘর তৈরি করা অসুবিধাজনক। ৩. বড় ঘর বানানোর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. বড় ঘর বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) যোগাযোগের জন্য e-mail এর ব্যবহার হয় কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. ফ্যাক্স বা লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ করার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। ২. যোগাযোগের জন্য e-mail ব্যবহারের উদ্যোগ নেই। ৩. ইন্টারনেট সংযোগ নেই। ৪. ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও অধিকাংশ সময়েই খারাপ থাকে। ৫. ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন ৫. (খ), (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৬. (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। পরের পাতায়........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৬.পঞ্চায়েত সমিতি ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব গো-ডাউন আছে কি? [পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব মালিকানায় গো-ডাউন থাকলে তবেই নম্বর পাওয়া যাবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরির কথা ভাবা হয়নি। ২. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরি করার জায়গা নেই। ৩. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব আছে। ৪. নিজস্ব গো-ডাউন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে এই কাজটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ)পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা ও মহিলাদের ব্যবহার্য ভাল শৌচাগার আছে কি?		দুটি ব্যবস্থাই থাকলে ৩, যেকোনো একটি থাকলে ১ এবং কোনোটি না থাকলে ০	৩		১. সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ২. অনেকবারই এটি করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৩. মহিলাদের জন্য ভাল শৌচাগারের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. অনেকবারই করার কথা ভাবা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত হয়নি। ৫. এই রকম ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) সরকারি আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখা হয় কি? [সরকারি আদেশনামা বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা গার্ড ফাইলে পরপর সাজিয়ে রাখলে পরে যে কোনো সময়ে খুব সহজেই পাওয়া যায়। বর্তমানে এরকম ব্যবস্থা না থাকলে অবিলম্বে এইভাবে রাখতে শুরু করতে হবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এরকম ভাবে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়নি। ৩. এরকম ভাবে রাখার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) সরকারি আদেশনামা আসার ৭ দিনের মধ্যে তার উপরে ব্যবস্থা নেওয়ার (ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে বা যে স্থায়ী সমিতি নেবে তার কর্মাধ্যক্ষকে জানিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা) কাজ শুরু হয় কি? [সরকারি আদেশনামা আসার পর অতি দ্রুত তার উপর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থা যিনি নেবেন তাঁকে অবশ্যই সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে। বর্তমানে এখানে দুর্বলতা থাকলে তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। জানানোর সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু না হলে যাঁকে জানানো হয়েছে তাঁকে আবার তাগাদা দিতে হবে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজটি কে করবেন তা ঠিক করে রাখা নেই। ২. সভাপতি সমস্ত আদেশনামা ৭ দিনের মধ্যে পড়ে উঠতে পারেন না, ফলে ব্যবস্থা নিতে বলতেও পারেন না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এই ব্যবস্থা নিতে বলার কাজে দেরি হয়। ৪. যাঁদেরকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতে হবে তাঁদেরকে সবসময় পাওয়া যায় না। ৫. দেরি করে ব্যবস্থা নিলেও চলে যায় বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ থাকে না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) বিভিন্ন স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত সমিতির পরের সাধারণ সভায় সদস্যদের জানানো হয় কি? (হ্যাঁ/না) [দশটি স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় সদস্যদের জানাতে হবে। এটি অবশ্যই করা দরকার। এরকম সিদ্ধান্তের সংখ্যা প্রচুর হলে প্রয়োজনে সাধারণ সভার একাধিক সভা ডাকতে হতে পারে।]		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. স্থায়ী সমিতির সভায় নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত পরের সাধারণ সভায় জানাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. দশটি স্থায়ী সমিতি মিলিয়ে এত সিদ্ধান্ত থাকে যে সব সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় জানানো সম্ভব হয় না। ৩. এই সিদ্ধান্তগুলি জানাতে গেলে সাধারণ সভার মূল আলোচনা ব্যাহত হতে পারে ভেবে জানানো হয় না। ৪. আর্থিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্ত জানতে সদস্যরা আগ্রহ দেখান না। ৫. স্থায়ী সমিতির সভা নিয়মিত হয় না, ফলে সবসময় জানানোর মত সিদ্ধান্ত থাকে না। ৬. স্থায়ী সমিতির সভায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, সমস্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ সভাতেই নেওয়া হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়........

প্রশ্ন (গ), (ঙ), (চ), (ছ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৬. পঞ্চায়েত সমিতি ভবন ও কার্য্যালয় ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভার ও স্থায়ী সমিতির সভাগুলির কার্যবিবরণী কীভাবে লেখা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [কার্যবিবরণী সভার মধ্যেই লেখা হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে। বর্তমানে এইরকম ব্যবস্থা না থাকলে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।	(১) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন এবং সভার শেষে তা পড়ে শোনানো হয় (২) সভার মধ্যে লেখা হয়, তারপর সভাপতি তাতে সই করেন কিন্তু সভার শেষে পড়া হয় না (৩) সভার পরে সাত দিনের মধ্যে লেখা হয় (৪) পরের সভার আগে লেখা হয় (৫) কখন লেখা হবে তার কোনো ঠিক থাকে না	উত্তর (১) হলে ৩, উত্তর (২) হলে ২, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৩		১. সভার মধ্যেই কার্যবিবরণী লিখতে হবে, তারপর সভাপতি তাতে সই করবেন ও সভার শেষে তা পড়ে শোনাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. সভার শেষে কেউ আর কার্যবিবরণী শুনতে আগ্রহ দেখান না। ৩. সভার মধ্যে লেখা বেশ কষ্টসাধ্য। ৪. সভার পরে লেখাই রেওয়াজ বলে সভার মধ্যে লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৫. দেরি করে লেখার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে বলে দেরি করেই লেখা হয়। ৬. কাজটি পরিশ্রমসাধ্য হওয়ায় পরে করব বলে অনেক সময়েই ফেলে রাখা হয়। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১২		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ২ ÷ ৩)			৮		

৭. পঞ্চায়েত সমিতি তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১)উল্লিখিত রেজিষ্টার গুলি নিয়মিত হালনাগাদ (Update) করা হয় কি? (হ্যাঁ/না)	১. ডিমান্ড ও কালেকশন রেজিষ্টার (Demand and Collection Register) (Form No. 5) ২. অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন রেজিষ্টার (Appropriation Register) (Form No. 13A) ৩. ইমমুভেবল প্রোপার্টি রেজিষ্টার (Register of Immovable Propoerties) (Form No. 22) ৪. মুভেবল প্রোপার্টি রেজিষ্টার (Register for Movable Propoerties) (Form No. 23)	রেজিষ্টারের সংখ্যা x ১	৪		১. এই ধরণের কোনো রেজিষ্টার নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়........

প্রশ্ন ৬. (জ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ৭ (ক) (১): অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২) Imprest Cash Register (Form No. 18) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) Imprest Cash তোলা হয় না ও তাই এই রেজিস্টার রাখা হয় না। (২) Imprest Cash তোলা হয় ও রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (৩) Imprest Cash তোলা হয়, তবে রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।	উত্তর (১) বা (২) হলে ১ এবং উত্তর (৩) হলে ০	১		১. Imprest Cash Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৩) Advance Register (Form No. 19) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) Advance তোলা হয় না ও তাই এই রেজিস্টার রাখা হয় না। (২) Advance তোলা হয় ও রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (৩) Advance তোলা হয়, তবে রেজিস্টার নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।	উত্তর (১) বা (২) হলে ১ এবং উত্তর (৩) হলে ০	১		১. Advance Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৪) Register for Issue & Receipt of Letters-এ নিয়মিতভাবে প্রত্যেক চিঠি পাঠানোর সময়ে বা প্রত্যেক চিঠি পাওয়ার সময়ে এন্ট্রি করা হয় কি?		দুটির ক্ষেত্রেই উত্তর হ্যাঁ হলে ১ এবং একটি বা দুটির ক্ষেত্রে উত্তর না হলে ০	১		১. Register for Issue & Receipt of Letters নেই। ২. নিয়মিতভাবে এন্ট্রি করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (২) - (৪) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(৫) Register of Receipts by Cheque (Form No. 10) এবং Cheque Issue Register (Form No. 10A) নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় কি?		দুটিই নিয়মিত হালনাগাদ করা হলে ২, একটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হলে ০ এবং কোনোটিই নিয়মিত হালনাগাদ করা না হলে -১	২		১. Register of Receipts by Cheque এবং Cheque Issue Register নেই। ২. নিয়মিত হালনাগাদ করা দরকার জানা ছিল না। ৩. কত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করা উচিত জানা নেই। ৪. এই কাজ কে করবেন জানা নেই, তাই কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৬. এই খাতা লেখার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি জানা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(৬) পঞ্চায়েত সমিতিতে অভিযোগ লেখার কোনো রেজিস্টার আছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এমন কোনো রেজিস্টার রাখতে হবে জানা ছিল না। ২. এমন কোনো রেজিস্টারের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৩. ভাবা হয়েছিল, কিন্তু এই খাতা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে বোঝা যায়নি। ৪. চালু হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ জমা না পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। ৫. চালু হয়েছিল, কিন্তু অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ পাওয়ার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			৫		

(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১)তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য জানানোর ব্যবস্থা আছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে। নীতির দিক থেকেও এই অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। কেউ তথ্য পেলে বোঝা যায় যে শুধু কাগজে নয় বাস্তবেও তথ্য জানানো হচ্ছে।]		ব্যবস্থা থাকলে ও তথ্য কেউ নিয়ে থাকলে ২, ব্যবস্থা আছে কিন্তু তথ্য কেউ নেয়নি এমন হলে ১ এবং ব্যবস্থা নেই এমন হলে ০	২		১. এই আইন সংক্রান্ত খবরাখবর পঞ্চায়েত সমিতির কাছে নেই। ২. এই আইন বলবৎ হবার ফলে পঞ্চায়েত সমিতির কি করণীয় তা এখনো বোঝা যায়নি। ৩. কেউ তথ্য জানতে চাননা/চাননি, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৪. কীভাবে তথ্য জানানো হবে জানা নেই। ৫. তথ্য কে জানাবে স্পষ্ট নয়, তাই ব্যবস্থাও নেই। ৬. ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার প্রচার নেই বলে কেউ জানেন না এই ব্যবস্থার কথা। ৭. তথ্য জানালে নানা রকম অসুবিধা/গন্ডগোল বাধতে পারে বলে ব্যবস্থা নেই। ৮. কোন কোন তথ্য জানানো যেতে পারে তা স্পষ্ট নয়। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক) - (৫), (৬) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ) - (১): : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(২)তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কতগুলি আবেদন আপীলের পর্যায়ে গেছে?		১০ % বা তার কম হলে ২ ১০ % এর বেশী হলে ০	২		১. যে তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। ২. যে তথ্যগুলি চাওয়া হয়েছে সেগুলি সংগ্রহ করতে প্রচুর সময় লাগে। ৩. এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে এই বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৪		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			২		

৮. পঞ্চায়েত সমিতির কাজের স্বচ্ছতা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) পঞ্চায়েত সমিতির আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব / বার্ষিক প্রতিবেদন কী ভাবে জানানো হয়? (যেটি বা যেগুলি করা হয় সেটিতে বা সেগুলিতে ✓ দিন) [পঞ্চায়েত সমিতির কাজে স্বচ্ছতা আছে এবং সব কর্মসূচি ও কর্মধারা উৎসাহী সাধারণ মানুষের জানবার সুযোগ আছে ◎ এই তথ্য জানার জন্য এই প্রশ্ন রাখা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী নম্বর দিতে হবে।]	(১) ব্লক সংসদ সভায় পেশ করা হয় (২) কোনো সাধারণ পাঠাগারে জমা দেওয়া হয় (৩) অফিস থেকে চাইলে সরবরাহ করা হয়	সমস্ত ব্যবস্থাই থাকলে ৩, যে কোনো দুটি ব্যবস্থা থাকলে ২, যে কোনো একটি ব্যবস্থা থাকলে ১ এবং কোনো ব্যবস্থাই নেই এমন হলে ০	৩		১. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা ছিল না। ২. সবকটি ব্যবস্থার কথা জানা থাকলেও উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. পাঠাগার বহু দূরে বলে সেখানে জমা দেওয়া হয় না। ৪. ব্লক সংসদ সভায় পড়ে কোনো লাভ হয় না। ৫. অফিস থেকে কেউ চাইতে পারেন জানা ছিল না। ৬. এই হিসাব বা প্রতিবেদন যে কোনো মানুষকে দিলে অযথা তর্ক-বিতর্ক হবে ভেবে দেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্যের নোটিস বোর্ড আছে কি? (হ্যাঁ/না)		থাকলে ১, না থাকলে ০	১		১. এ ধরণের নোটিস বোর্ড-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ২. নোটিস বোর্ড ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন আর করা হয়নি। ৩. নোটিস বোর্ড আছে, অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ের বাইরের দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস.-এর মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এই মাস পর্যন্ত খরচ, এই মাস পর্যন্ত কত পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছে, এই মাস পর্যন্ত কত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, এই মাস পর্যন্ত কত মহিলা শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে, এই মাসে কোন কোন কাজ হয়েছে) লেখা হয় কি?		লেখা হলে ২, লেখা না হলে ০	২		১. এই ধরণের অগ্রগতি প্রতিবেদন লিখে রাখার কথা জানা ছিল না। ২. দেওয়ালে বা বড় নোটিস বোর্ডে এগুলি লিখে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে এগুলি লেখা সম্ভব হয় না। ৪. মাসে মাসে এই কাজ করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে করা হয় না। ৫. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (খ) - (২) ও ৮.(ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৮. পঞ্চায়েত সমিতির কাজের স্বচ্ছতা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে বেআইনি কার্যকলাপ বা অনিয়মের কারণে পঞ্চায়েত সমিতির হাত থেকে কোন ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছে কি?		না হলে ১ হ্যাঁ হলে ০	১		১. পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নয়। ২. সভাপতি পঞ্চায়েতে সমিতি র অজ্ঞাতে অতি সক্রিয় হয়ে কাজ করেছেন। ৩. পঞ্চায়েত সভাপতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই আইন অমান্য করেছেন। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে গৃহীত কত শতাংশ অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?		৯০% বা তার বেশী হলে ৪, ৮০-৮৯% হলে ৩, ৭০-৭৯% হলে ২, ৬০-৭৯% হলে ১ ৫০-৫৯% হলে ০ ৫০% এর চেয়ে কম হলে -১ পাওয়া যাবে	৪		১. যাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। ২. কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে কাজটি ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ৩. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) প্রতিটি কাজের স্থানে কাজের বিবরণ, খরচ ও কারা কাজ পেয়েছেন তার তালিকা স্থায়ী নোটিস বোর্ডে টাঙানো হয় কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সব ক্ষেত্রেই টাঙানো হয় (২) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাঙানো হয় (৩) কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাঙানো হয় (৪) কখনোই টাঙানো হয় না	সব ক্ষেত্রেই টাঙানো হলে ৪, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাঙানো হলে ২, কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাঙানো হলে ১ এবং কখনোই টাঙানো না হলে ০	৪		১. প্রতিটি কাজের স্থানে টাঙাতে হবে এটা জানা ছিল না। ২. টাঙানো উচিত কিন্তু কখনোই টাঙানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে প্রতিটি স্থানে টাঙানো সম্ভব হয় না। ৪. এই কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ৫. এর আগে টাঙানোর পর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে আর টাঙানো হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

প্রশ্ন (ঘ) - (চ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৯. শিক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) মহিলাদের সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের কত কম? (৩১শে মার্চ ২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী) [পুরুষ সাক্ষরতার শতকরা হার থেকে মহিলা সাক্ষরতার শতকরা হার বিয়োগ করে বিয়োগফলের ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। উত্তরটির সাথে ‘এক নজরে পঞ্চায়েত সমিতি’-এর (২)(ঙ) প্রশ্নের উত্তরের মিল থাকতে হবে।]		অনধিক ৫% কম হলে ৪, ৬-১০% কম হলে ৩, ১১-১৫% কম হলে ২, ১৬-২০% কম হলে ১ এবং ২০%-এর অধিক কম হলে ০	৪		১. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার কম। ২. এই জেলাতে সামগ্রিকভাবে মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। ৩. মহিলাদের সাক্ষরতা প্রসারে কখনই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে মহিলাদের সাক্ষরতার প্রসারে সামাজিক/পারিবারিক বাধা আছে। ৫. সুস্পষ্ট কোনো বাধা না থাকলেও পরিবারগুলি কোনো উদ্যোগ দেখায় না। ৬. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৭. সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) এলাকায় ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির অবস্থা কেমন? (৩১শে মার্চ ২০১১ তারিখের অবস্থা অনুযায়ী) (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [এখানে কেন্দ্রের সংখ্যা বিবেচনায় আনা হয়নি। সবগুলি কেন্দ্র চালু আছে এবং অন্তত অর্ধেক সংখ্যকের মান সন্তোষজনক এমন হলেই ৩ নম্বর পাওয়া যাবে। আবার, সবগুলি কেন্দ্র চালু আছে কিন্তু অর্ধেকের বেশি সংখ্যকের মান সন্তোষজনক নয়, এমন হলে ২ নম্বর পাওয়া যাবে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে সব গ্রাম পঞ্চায়েতেই এরকম কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে তাই পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কোন একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটিও এরূপ কেন্দ্র চালু না থাকলে ০ পাওয়া যাবে।]	(১) অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে ও তাদের মান সন্তোষজনক (২) অনুমোদিত কেন্দ্র সবগুলি চালু আছে অথচ তাদের মান সন্তোষজনক নয় (৩) এক বা একাধিক কেন্দ্র চালু নেই	উত্তর (১) হলে ৩, উত্তর (২) হলে ২ এবং উত্তর (৩) হলে ০	৩		১. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি কার্যকরীভাবে চালাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২. অন্যান্য কাজের চাপে ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি চালানোর বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। ৩. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি চালানোর বিষয়টিতে কখনই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় নি। ৪. সরকারি অর্থের নিয়মিত যোগান না থাকার জন্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কার্যকরীভাবে চালানো যায় নি। ৫. ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রের বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্বে সম্পূর্ণভাবে নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার কত শতাংশ গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো না কোনো উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া যায় এমন ই.জি.এস. বা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়) আছে? [= (৩ কিলোমিটারের মধ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আছে এমন গ্রামের সংখ্যা × ১০০) ÷ পঞ্চায়েত সমিতির মোট গ্রামের সংখ্যা।]		১০০% গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে থাকলে ৪, ৯০-৯৯% গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে থাকলে ৩, ৮০-৮৯% গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে থাকলে ২, ৭০-৭৯% গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে থাকলে ১ এবং ৭০%-এর কম গ্রামের ৩ কিলোমিটারের মধ্যে থাকলে ০	৪		১. এই সমস্ত বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হবে, কোথায় যেতে হবে জানা নেই। ২. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। ৩. এই বিদ্যালয়গুলি খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন যাঁরা দেন তাঁদের কাছে পঞ্চায়েত সমিতির প্রস্তাবের মূল্য নেই তাই পঞ্চায়েত সমিতির আগ্রহ থাকে না। ৪. এই বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ৫. এইসব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৬. এই উদ্যোগ কে নেবেন স্পষ্ট নয়। ৭. প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ৮. বিকল্প বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থীরা যেতে চায় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক) - (গ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

৯. শিক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) এলাকার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা কীরকম? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [মিড ডে মিলের খাবার সারা বছর সঠিকভাবে সবকটি স্কুলেই দিতে হবে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও তদারকি করতে হবে। এর সাথে সাথে সাধারণ মানুষকেও উৎসাহিত করতে হবে যাতে তাঁরা বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী দান করে তাঁদেরই সন্তানের খাবারের মান উন্নত করার প্রয়াসে সামিল হন। অবশ্য মানুষের কাছ থেকে দান সংগ্রহের আগে সরকারিভাবে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা যেন সঠিক মানে বাচ্চাদের কাছে পৌঁছায় তা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। সমগ্র বিষয়টির বিদ্যালয়ভিত্তিক তথ্য রাখতে হবে। অবশ্য, এই কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের (গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহযোগিতা নিয়ে) সাহায্যে করা যেতে পারে, যদিও তাতে পঞ্চায়েত সমিতির মূল দায়িত্ব কমে যায় না।]	(১) সারা বছর সবকটি স্কুলে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়েছে এবং এলাকার মানুষ বাড়তি জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন (২) সারা বছর সবকটি স্কুলে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাড়তি জিনিসের সহায়তা পাওয়া যায় নি (৩) সারা বছর সবকটি স্কুলে খাবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু সবকটি স্কুলে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া যায় নি (৪) সারা বছর সবকটি স্কুলে খাবার দেওয়া যায় নি (৫) এই সংক্রান্ত তথ্য নেই	উত্তর (১) হলে ৪, উত্তর (২) হলে ৩, উত্তর (৩) হলে ২, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৪		১. সারা বছর সবকটি স্কুলে চললেও এলাকার মানুষের কাছ থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করা যায়নি। ২. সারা বছর সবকটি স্কুলে চললেও এলাকার মানুষের কাছ থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. সারা বছর সবকটি স্কুলে চললেও এলাকার মানুষের কাছ থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্যোগে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। ৪. সরকারি সাহায্য উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় সারা বছর সবকটি স্কুলে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া যায় নি। ৫. সরকারি সাহায্য নিয়মিত না থাকায় সারা বছর সবকটি স্কুলে চলেনি। ৬. কোন স্বনির্ভর দল রান্না করবেন তা নিয়ে মতভেদ থাকায় সারা বছর সবকটি স্কুলে চলেনি। ৭. নির্বাচিত স্বনির্ভর দলের বিষয়ে অভিভাবকদের আপত্তি থাকায় সারা বছর সবকটি স্কুলে চলেনি। ৮. খাবারের মান খারাপ হওয়ার কারণে অভিভাবকদের প্রতিবাদে সারা বছর সবকটি স্কুলে চলেনি। ৯. চাল-ডাল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে সারা বছর সবকটি স্কুলে চলেনি। ১০. সমস্ত স্কুল থেকে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১১. সমস্ত স্কুল থেকে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নেই। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

প্রশ্ন (ঘ) : শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১০. জনস্বাস্থ্য

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার নলবাহিত জলের বা নলকূপের বা কুয়োর সুযোগ নিতে পারে? [(নলবাহিত জল, নলকূপ বা কুয়োর সুযোগ আছে এমন পরিবারের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট পরিবারের সংখ্যা = প্রয়োজনীয় শতাংশ।]		৫০% বা তার বেশি হলে **২**, ২০-৪৯% হলে **১** এবং ২০%-এর কম হলে **০**	২		১. অধিকাংশ পরিবারেরই বাড়িতে এই ধরণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য নেই। ২. এলাকায় সরকারি উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জলের উৎস থাকায় অনেকেই আর বাড়িতে এই ব্যবস্থাটি রাখেন নি। ৩. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) কত শতাংশ পরিবারে শৌচাগার আছে? [(শৌচাগার আছে এমন পরিবারের সংখ্যা × ১০০) ÷ মোট পরিবারের সংখ্যা = প্রয়োজনীয় শতাংশ।]		১০০% পরিবারে থাকলে **৪**, ৭০-৯৯% পরিবারে থাকলে **৩**, ৫০-৬৯% পরিবারে থাকলে **২**, ৩০-৪৯% পরিবারে থাকলে **১**, ৩০%-এর কম পরিবারে থাকলে **০** এবং তথ্য না থাকলে **-২**	৪		১. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে সচেতনতার অভাব আছে। ২. মানুষের মধ্যে এই নিয়ে উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তা নিয়ে নিশ্চয়তা না থাকায় মানুষ আগ্রহী হন না। ৪. শৌচাগার নির্মাণের কাজ কীভাবে এগোনো যাবে তা জানা নেই। ৫. পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফ থেকে এই কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত কতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পুরস্কার পেয়েছে?		৯০-১০০% হলে **৪**, ৮৯-৭৫% হলে **২** ৭৫%-এর কম হলে **০**এবং একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও না পেলে -২	৪		১. পঞ্চায়েত সমিতির কিছু মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের কোনো চাহিদা নেই। ২. পঞ্চায়েত সমিতির কিছু মানুষ তৈরি শৌচাগার ব্যবহার করেনা। ৩. কিছু মানুষ চিরাচরিত পদ্ধতিই অনুসরণ করতে পছন্দ করেন। ৪. স্যানিটারী মার্টে টাকা জমা দেওয়ার পর কবে শৌচাগারের প্লেট পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। ৫. চাতাল, নালা ও সোক পিট সব জায়গায় করার মতো আর্থিক সামর্থ্য পঞ্চায়েত সমিতির নেই। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (ক) - (গ) : জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কত শতাংশ পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে (BPL) আছে (গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী)? [= (বি.পি.এল. পরিবার × ১০০) ÷ মোট পরিবার।]		১০% বা তার কম হলে **৫**, ১১-২০% হলে **৪**, ২১-৩০% হলে **৩**, ৩১-৪০% হলে **২**, ৪১-৫০% হলে **১** এবং ৫০%-এর বেশি হলে **০**	৫		১. এই অঞ্চল স্বভাবতই দারিদ্রপীড়িত, তাই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রচুর। ২. বি.পি.এল. তালিকা তৈরির ভুলের জন্য প্রচুর পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে দেখানো হয়েছে। ৩. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির তরফে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির হাতে যথেষ্ট অর্থ নেই। ৫. দারিদ্র দূরীকরণের জন্য ঠিক কী কী করা উচিত পঞ্চায়েত সমিতির জানা নেই। ৬. এলাকায় দরিদ্রের সংখ্যা এত বেশি যে কোনো উদ্যোগই যথেষ্ট হয় না। ৭. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে MGNREGS প্রকল্পে কাজ চাওয়া পরিবারগুলিকে গড়ে কতদিন কাজ দেওয়া গেছে? [= গত আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে মোট যত শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ÷ কাজের দাবি জানিয়েছে এমন মোট পরিবারের সংখ্যা। সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে হিসাব করতে হবে।]		১০০ দিন বা তার বেশি হলে **৬**, ৮০-৯৯ দিন হলে **৫**, ৬০-৭৯ দিন হলে **৪**, ৪০-৫৯ দিন হলে **৩**, ২০-৩৯ দিন হলে **১** এবং ২০ দিনের কম হলে **-২**	৬		১. এই প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলে বেশি কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. জেলা থেকে টাকা পাওয়ার সমস্যার জন্য বেশি কাজ করা যায়নি। ৫. স্কীম ভেটিং হতে দেরি হওয়ার জন্য বেশি কাজ করা যায়নি। ৬. কাজের অগ্রাধিকার নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার জন্য কাজ শুরু করতে দেরি হয়। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দ্রুত কাজ হচ্ছে না বলে সামগ্রিকভাবে বেশি কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ৮. কাজ চাওয়া পরিবারের সংখ্যা এত বেশি যে সমস্ত পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার মত সক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নেই। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মজুরিভিত্তিক প্রকল্পে পঞ্চায়েত সমিতির বরাদ্দের হিসাবে যত শ্রমদিবস তৈরি করা সম্ভব ছিল তার কত শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে? [(গত বছরের মোট শ্রমদিবস × ১০০) ÷ গত বছরের শ্রমদিবসের লক্ষ্যমাত্রা = প্রয়োজনীয় শতাংশ।]		৯০-১০০% হলে **৪**, ৬০-৮৯% হলে **২**, ৪০-৫৯% হলে **১** এবং ৪০%-এর কম হলে **০**	৪		১. MGNREGS প্রকল্পে বা অন্য প্রকল্পে ধারাবাহিকভাবে কাজ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ২. পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করার সুযোগ খুব কম। ৩. কোন কাজ করা হবে তা আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখায় কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলে বেশি কাজ করা যাচ্ছে না। ৪. স্কীম ভেটিং হতে দেরি হওয়ার জন্য বেশি কাজ করা যায়নি। ৫. পঞ্চায়েত সমিতির সক্ষমতার অভাব আছে। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার কত শতাংশ পূরণ হয়েছে? [পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট যতগুলি নতুন গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে কত শতাংশ নতুন গৃহ ঐ আর্থিক বছরেই নির্মিত হয়েছে সেই হিসাবে নম্বর দিতে হবে। বাড়ি মেরামত বা পুনর্গঠনের হিসাব এখানে আসবে না।]		৯০-১০০% হলে ২, ৪০-৮৯% হলে ১ এবং ৪০%-এর কম হলে ০	২		১. টাকা উপভোক্তাদের দেওয়ার পর তাঁদেরকে দিয়ে দ্রুত কাজটি শেষ করানো খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ২. দ্বিতীয় কিস্তির টাকাটি পেয়ে যাওয়ার পর অনেক উপভোক্তাই কাজটি শেষ করতে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। ৩. উপভোক্তারা কাজটি দ্রুত শেষ করছেন কি না তা তদারকি করা সম্ভব হয় না। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বরাদ্দের টাকা দেরিতে পৌঁছানোর জন্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ৫. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাবের জন্য টাকা উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে দেরি হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে SGSY, SCP, TSP ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণের সহায়তায় যত পরিবারের নিজস্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার কত শতাংশ পূরণ হয়েছে? [২০০৯-১০ আর্থিক বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় এই সমস্ত প্রকল্পগুলিতে মোট যতগুলি পরিবারকে ব্যাংক ঋণের সহায়তায় নিজস্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে বলে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে কত শতাংশ পরিবারকে ঐ আর্থিক বছরে ব্যাংক ঋণের আওতায় আনা গেছে সেই হিসাবে নম্বর দিতে হবে।]		৮০-১০০% পূরণ হলে ৩, ৭০-৭৯% পূরণ হলে ২, ৬০-৬৯% পূরণ হলে ১ এবং ৬০%-এর কম পূরণ হলে ০	৩		১. এই সমস্ত প্রকল্পগুলিতে সরকারি অর্থ পেতে দেরি হয়েছে। ২. এলাকার ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। ৩. লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ব্যাংক থেকে যে সহায়তা প্রয়োজন সেই রকম সহায়তা করার মতো সক্ষমতা ব্যাঙ্কের নেই। ৪. আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেলেও প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলা যায়নি। ৫. তৈরি সামগ্রী উপযুক্ত দামে বিক্রি করার বাজার পেতে অনেক অসুবিধা হচ্ছে বলে উদ্যোগগুলি বন্ধের উপক্রম হচ্ছে। ৬. সমগ্র বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগের অভাব আছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঘ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঙ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ দরিদ্র মহিলা স্বনির্ভর দলের আওতাভুক্ত? [(স্বনির্ভর দলের মোট দরিদ্র মহিলা সদস্য × ১০০) ÷ বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত পরিবারের মহিলার মোট সংখ্যা = প্রয়োজনীয় শতাংশ]		৭০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **৩**, ৩০-৪৯% হলে **২**, ২৫-২৯% হলে **১** এবং ২৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. স্বনির্ভর দল গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৩. অন্য কাজের চাপে স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৪. অনেকে স্বনির্ভর দলে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পরিবার থেকে সমর্থন পান না। ৫. স্বনির্ভর দল গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি খুব পরিষ্কার নয়। ৬. ছমাস হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক দলের গ্রেডিং হয়নি বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদের উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৭. যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক দল লাভজনক কাজ করতে পারছে না বলে নতুন দল গঠনে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না। ৮. এস.জি.এস.ওয়াই. নয় এমন কতগুলি দল গঠিত হয়েছে তার খবর পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৯. এস.জি.এস.ওয়াই নয় এমন দলগুলি পঞ্চায়েতের কাছ থেকে কোনো সুযোগ পায় না বলে এই দল অনেক ভেঙ্গে গেছে। ১০. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে কত শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর দলের সংঘ (Cluster) আছে? [স্বনির্ভর দলের সংঘের মাধ্যমে মহিলাদের দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার সমাধান করা এবং রোজগার বাড়ানো, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি কাজেও বড় আকারে অংশ নিতে পারে। সংঘের একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে (যা গঠিত হবে সংঘে যোগদানকারী প্রতিটি উপসংঘের ২ জন প্রতিনিধি অর্থাৎ উপসংঘের সভানেত্রী ও সম্পাদিকাদের নিয়ে) এবং একটি পরিচালন সমিতি থাকবে (যা গঠিত হবে সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ৫ জন পদাধিকারী অর্থাৎ সভানেত্রী, সম্পাদিকা, সহ-সভানেত্রী, সহ-সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে)। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সংঘ গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরণের সংঘ আছে তার ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যাবে।]		১০০% গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকলে **৩**, ৭৫-৯৫% গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকলে **২**, ৫০-৭৪% গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকলে **১** এবং ৫০%-এর কম গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকলে **০**	৩		১. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে সংঘ গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. সংঘ গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ৩. সংঘ গঠনের বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে তদারকি করা হয়নি। ৪. অন্য কাজের চাপে সংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৫. সংঘ গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি খুব পরিষ্কার নয়। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে তাদের সংঘ গঠন করা যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (চ), (ছ): শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে স্বনির্ভর দলের মহাসংঘ (Federation) আছে কি? [গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের স্বনির্ভর দলের সকল সংঘগুলিকে নিয়ে ব্লকস্তরে একটি মহাসংঘ গঠিত হবে। একটি ব্লকে একটি মহাসংঘ গঠিত হবে, তবে ব্লকে ন্যূনতম চারটি সংঘ না থাকলে মহাসংঘ গঠন করা ঠিক হবে না। মহাসংঘের লক্ষ্য হবে ব্লকের মহিলা স্বনির্ভর দলগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যাতে দলগুলি নিজেদের সমস্যা নিজেরাই তাদের সংগঠনের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। মহাসংঘ সদস্য সংঘগুলির/দলগুলির সামর্থ্য বৃদ্ধি ও সামাজিক কাজকর্মের দায়িত্বে থাকবে। মহাসংঘ সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্যের আদান প্রদান ঘটিয়ে তাদের সাধারণ সমস্যাগুলি একসঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করবে। সরকারি, বেসরকারি নানা পরিষেবা কোথায় কী পাওয়া যায় তার তথ্য এবং সুযোগ সুবিধা সংঘের মাধ্যমে দলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহাসংঘ কাজ করবে। মহাসংঘ সংঘের দলগুলির সদস্যদের আয় বাড়ানো ও সংঘের দলগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের ব্যাপারে সহায়তা করবে এবং সংঘের দলগুলি যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। সংঘের ও দলের সদস্যাদের নানা বিষয়ে সচেতন করে তোলা, বিকেন্দ্রীকৃত গ্রাম পরিকল্পনায় এবং গ্রাম সংসদের, গ্রাম পঞ্চায়েতের ও পঞ্চায়েত সমিতির নানা কাজে দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্যও মহাসংঘ কাজ করবে। যেখানে এখনও মহাসংঘ গঠিত হয়নি সেখানে অবিলম্বে গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। যদিও মহাসংঘের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করার প্রাথমিক দায়িত্ব ডি.আর.ডি.সি.-র, তবুও পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থা করতে হবে এবং পঞ্চায়েত সমিতি সেগুলি করে থাকলে তবেই ২ নম্বর পাওয়া যাবে।]		হ্যাঁ হলে এবং পঞ্চায়েত সমিতি তাদের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করে থাকলে ২, হ্যাঁ হলে এবং পঞ্চায়েত সমিতি তাদের কার্যালয়ের ব্যবস্থা না করে থাকলে ১ এবং না হলে ০	২		১. মহাসংঘ গঠনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ নেই। ২. মহাসংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়নি। ৩. অন্য কাজের চাপে মহাসংঘ গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা যথেষ্ট কম বলে মহাসংঘ গঠন করা যায়নি। ৫. মহাসংঘ আছে কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তাদের জন্য কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৬. জায়গা পাওয়া যায়নি বলে মহাসংঘের কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি। ৭. মহাসংঘের কার্যালয় তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৩০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			২০		

প্রশ্ন, (জ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় কত শতাংশ জমি সেচের সুবিধা যুক্ত? [মোট চাষযোগ্য জমির আয়তনের ভিত্তিতে হিসাব হবে। সেচযুক্ত অর্থে সব ধরণের সেচই ধরা যাবে। প্রয়োজনমতো জল বৃহৎ সেচ প্রকল্প, নদী বা বড় খাল থেকে পাম্প দিয়ে তোলা, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ (গুচ্ছ বা একক) পাম্প দিয়ে বা শ্রমশক্তিতে তোলা (ডোঙা বা এই ধরণের কিছুর সাহায্যে) হলে সেই জমি সেচযুক্ত ধরা হবে। অন্যভাবে, কোন জমি যে কোনভাবে জল পেয়ে খারিফ এবং রবি মসশুমে অন্তত একটি করে (একাধিক হতেও বাধা নেই) ফসল তুললে সেই জমি সেচযুক্ত ভাবা যাবে।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ৮০-১০০% হলে ৫, ৬০-৭৯% হলে ৪, ৪০-৫৯% হলে ৩, ২০-৩৯% হলে ২, ৫-১৯% হলে ১, ৫%-এর কম হলে ০ এবং কোনো তথ্য না থাকলে -১	৫		১. পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় সার্বিক ভাবে সেচের সুযোগ ভালো নয়। ২. এই এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেচের উৎস নেই। ৩. সেচের ব্যবস্থা আছে কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন, যা বহুদিন করা হয়নি। ৪. এই অঞ্চলে চাষ-আবাদ ভালো হয় না, তাই সেচের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৫. এই অঞ্চলে গরিব চাষির সংখ্যাই বেশি, তাই তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। ৬. সেচের সুযোগ বাড়ানোর চেয়ে রাস্তাঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় দাবি বেশি থাকে বলে সেচের জন্য কোনো বিনিয়োগ করা হয় না। ৭. পঞ্চায়েত সমিতির তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৮. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তরফে সেচের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৯. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় কত শতাংশ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের) পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মহিলাদের শৌচাগার (তিনটি ব্যবস্থাই) আছে? [পাকা বাড়ি, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মহিলাদের শৌচাগার তিনটি ব্যবস্থাই কত শতাংশ কেন্দ্রে আছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। যে সব কেন্দ্রগুলিতে এক বা দুধরণের ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনা যাবে না।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে ৫, ৮০-৯৯% হলে ৪, ৬০-৭৯% হলে ৩, ৪০-৫৯% হলে ২, ২০-৩৯% হলে ১, ২০%-এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৫		১. সমস্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এই পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত বিদ্যালয়ে তিন ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. অনেক সময়েই যে বিদ্যালয়গুলিতে ভাল পরিকাঠামো আছে সেখানেই নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে পরিকাঠামোগতভাবে দুর্বল বিদ্যালয়গুলি উপেক্ষিত থেকে যায়। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের শেষে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় কত শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকা বাড়ি, চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের বসার ব্যবস্থা, রুগীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা, ন্যূনতম ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মহিলাদের শৌচাগার (ছটি ব্যবস্থাই) আছে? [এই ছটি ব্যবস্থাই কত শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে তার ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। যে সব কেন্দ্রগুলিতে ছটির কম ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনা যাবে না।]		তথ্য থাকলে ও সেই তথ্য অনুযায়ী ১০০% হলে ৫, ৮০-৯৯% হলে ৪, ৬০-৭৯% হলে ৩, ৪০-৫৯% হলে ২, ২০-৩৯% হলে ১, ২০%-এর কম হলে ০ এবং তথ্য না থাকলে -১	৫		১. সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছয় ধরণের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। ২. অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের চাপে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিতে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। ৩. এই পরিকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ৪. সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছয় ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান নেই। ৫. অনেক সময়েই যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ভাল পরিকাঠামো আছে সেখানেই নূতন পরিকাঠামোর কাজ করা হয়, ফলে পরিকাঠামোগতভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি উপেক্ষিত থেকে যায়। ৬. এই সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

প্রশ্ন (ক) : কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ): শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (গ)জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা

বিষয়	উত্তর (হ্যাঁ/না)	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি কোনো আগাম পরিকল্পনা করে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই পঞ্চায়েত সমিতিতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. আগাম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৫. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৬. এই কাজ পঞ্চায়েত সমিতির নয়, তাই এই পরিকল্পনা পঞ্চায়েত সমিতি করে না। ৭. এই পঞ্চায়েত সমিতি যে ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতির নেই। ৮. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় বলে পরিকল্পনা করে এর মোকাবিলা করা খুব কঠিন। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) বিপর্যয়কালীন আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. এই পঞ্চায়েত সমিতিতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ২. কীভাবে আশ্রয়স্থল তৈরি করা হবে জানা নেই। ৩. আশ্রয়স্থল তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. বিপর্যয় হতে পারে এমন গ্রামের কাছাকাছি আশ্রয়স্থল তৈরি করার মতো জায়গা নেই আর গ্রামের মানুষকে বিপর্যয়ের সময় দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ৫. অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ৬. বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ৭. এই কাজ পঞ্চায়েত সমিতির নয়, তাই আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) বিপর্যয় হলে বিপন্ন পরিবারগুলিকে দ্রুত উদ্ধার করার আগাম পরিকল্পনা করা আছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই পঞ্চায়েত সমিতিতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই কখনো এরকম পরিকল্পনা হয়নি। ২. কীভাবে এইরকম পরিকল্পনা হবে জানা নেই। ৩. আগাম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থ কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে জানা না থাকায় এই ধরণের পরিকল্পনা করা হয়নি। ৫. পরিকল্পনা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অনুদান চেয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি বলে পরে আর কিছু করা হয়নি। ৬. এই কাজ পঞ্চায়েত সমিতির নয়, তাই এই পরিকল্পনা পঞ্চায়েত সমিতি করে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) বিপর্যয় হলে ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. এই পঞ্চায়েত সমিতিতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা হয়নি, তাই ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ২. ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে জানা নেই। ৩. ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. এই কাজ পঞ্চায়েত সমিতির নয়, তাই ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ৫. আগাম ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সময় কার্যকরী হবে কি না এই আশঙ্কায় ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			৫		

প্রশ্ন (ক) - (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) কতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্য থেকে সহায় পরিবারের প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে পাঠানো হয়েছে? [= (যে কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাথমিক তালিকা পাঠানো হয়েছে × ১০০) ÷ সহায় পরিবার আছে এই রকম গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সংখ্যা]		কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় পরিবার না থাকলে বা সহায় পরিবার আছে এ রকম সব কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাথমিক তালিকা পাঠানো হয়ে থাকলে **৫**, যে কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় পরিবার আছে তার মধ্যে ৭৫-৯৯% গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়ে থাকলে **৪**, ৫০-৭৪% গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়ে থাকলে **৩**, ২৫-৪৯% গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়ে থাকলে **২**, ১-২৪% গ্রাম পঞ্চায়েত পাঠানো হয়ে থাকলে **১** এবং যে কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় পরিবার আছে তার মধ্যে একটিতেও পাঠানো না হয়ে থাকলে **-৩**	৫		১. সহায় কর্মসূচির কথা জানা নেই। ২. সহায় কর্মসূচির কাজ শুরু করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. পঞ্চায়েত সমিতিকে এই তালিকা প্রস্তুত করতে হবে তা জানা ছিল না। ৪. গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা থেকে যে এই তালিকা প্রস্তুত করতে যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা দরকার পঞ্চায়েত সমিতিতে তার অভাব আছে। ৫. পঞ্চায়েত সমিতিতে কে এই কাজটি করবেন তা ঠিক করা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) দুবেলা ঠিকঠাক খেতে পান না এমন পরিবারগুলি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা ও রেশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল রকম সহায়তা পাচ্ছেন কি না তা কটি গ্রাম পঞ্চায়েতে খতিয়ে দেখা হয়েছে?		সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে খতিয়ে দেখা হলে **৫**, ৭৫-৯৯% গ্রাম পঞ্চায়েতে খতিয়ে দেখা হলে **৪**, ৫০-৭৪% গ্রাম পঞ্চায়েতে খতিয়ে দেখা হলে **৩**, ২৫-৪৯% গ্রাম পঞ্চায়েতে খতিয়ে দেখা হলে **২**, ১-২৪% গ্রাম পঞ্চায়েত খতিয়ে দেখা হলে **১** এবং একটি গ্রাম পঞ্চায়েতেও খতিয়ে দেখা না হলে **-৩**	৫		১. এই কাজটি পঞ্চায়েত সমিতিকে করতে হবে তা জানা ছিল না। ২. এই কাজটি করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সচেতন করা ও সহায়তা করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. রেশনে কী পরিমাণে সহায়তা পাওয়ার কথা তা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি জানতে পারে না। ৪. প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য অনেককে যথাযথশ্রেণির রেশনকার্ড দেওয়া যায়নি। ৫. রেশনে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি জানলেও এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ৬. অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার / অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে যে পরিমাণ সহায়তা পাওয়ার কথা তা এই পরিবারগুলি ঠিক সেই পরিমাণে পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ) : খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) PROFLAL স্কীমে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগৃহীত টাকা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ট্রেজারিতে জমা পড়ে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) সব গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমা পড়ে (২) একটি বাদ দিয়ে বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমা পড়ে (৩) একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ট্রেজারিতে জমা পড়ে না (৪) অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতেই কেউ PROFLAL স্কীমে টাকা জমা রাখেন না (৫) কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতেই কেউ PROFLAL স্কীমে টাকা জমা রাখেন না।	উত্তর (১) হলে ৫, উত্তর (২) হলে ১, উত্তর (৩) হলে -২, উত্তর (৪) হলে -৩ এবং উত্তর (৫) হলে -৪	৫		১. উদ্যোগের অভাবে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে টাকা ট্রেজারিতে জমা দেওয়া যায় না। ২. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে টাকা ট্রেজারিতে জমা দেওয়া যায় না। ৩. গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে টাকা জমা পড়তে দেরি হয় বলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ট্রেজারিতে জমা দেওয়া যায় না। ৪. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি PROFLAL স্কীম নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেয় না বলে কেউ টাকা জমা রাখেন না। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি PROFLAL স্কীমে গুরুত্ব দিতে পারে না বলে কেউ টাকা জমা রাখেন না। ৬. মেয়াদপূর্তির পরে টাকা পেতে সমস্যা হয় বলে কেউ PROFLAL স্কীমে টাকা জমা রাখেন না। ৭. SASPFUW স্কীম বেশি সুবিধাজনক বলে কেউ PROFLAL স্কীমে টাকা জমা রাখেন না। ৮. এই স্কীমটি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে প্রচার করা হয়নি, তাই জানেন না বলে কেউ টাকা জমা রাখেন না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু NFBS-এর কতগুলি আবেদন অনুমোদন করে প্রাপকদের হাতে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ২০টি বা তার বেশি (২) গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ১৫-১৯টি (৩) গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ১০-১৪টি (৪) গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ৫-৯টি (৫) গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ২-৪টি (৬) গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ২-এর কম (৭) পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি আবেদনও অনুমোদিত হয়নি	উত্তর (১) হলে ৫, উত্তর (২) হলে ৪, উত্তর (৩) হলে ৩, উত্তর (৪) হলে ২, উত্তর (৫) হলে ১, উত্তর (৬) হলে ০ এবং উত্তর (৭) হলে -৪	৫		১. এই স্কীম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগের অভাব আছে। ২. এই স্কীম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উদ্যোগের অভাব আছে। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে পঞ্চায়েত সমিতিতে এই স্কীমটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এই স্কীমটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ৫. আগে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে টাকা পেতে খুব দেরি হওয়ার জন্য অনেকে নিরুৎসাহিত হয়ে আবেদন করেন না। ৬. এই স্কীমটি নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভালোভাবে প্রচার করা হয়নি, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ আবেদন করেন না। ৭. অনেকক্ষেত্রেই মারা যাওয়ার ১ বছরেরও বেশি পরে পরিবারের থেকে আবেদন করা হয়েছে, সেইজন্য আবেদন মঞ্জুর করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঙ) NFBS-এর শেষ যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা কতদিন পরে প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে?		বরাদ্দ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৪, ১৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৩, ২১ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ২, ৩০ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ১ এবং বরাদ্দ পাওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে -২	৪		১. অন্যান্য কাজের চাপে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ২. উদ্যোগের অভাবে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. যেহেতু টাকা পেতে দেরি হয় তাই টাকা পাওয়ার পরেও তাড়াতাড়ি প্রাপকদের দেওয়ার কোনো আগ্রহ থাকে না। ৪. কোনো টাকা আসার পর অনেকদিন ফেলে রাখাই এখানে নিয়ম, এক্ষেত্রেও অন্য কিছু ঘটেনি। ৫. অনেকে কাজ করতে বাইরে চলে যান বলে টাকা দিতে দেরি হয়। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (গ) : কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঘ), (ঙ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের (IGNOAPS) শেষ যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা কতদিন পরে প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে?		বরাদ্দ পাওয়ার ৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৫, বরাদ্দ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৪, বরাদ্দ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৩, বরাদ্দ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ২, বরাদ্দ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ০ এবং বরাদ্দ পাওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে -২	৫		১. অন্যান্য কাজের চাপে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ২. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. যেহেতু টাকা পেতে অনেক দেরি হয় তাই টাকা পাওয়ার পরেও তাড়াতাড়ি প্রাপকদের দেওয়ার কোনো আগ্রহ থাকে না। ৪. কোনো টাকা আসার পর অনেকদিন ফেলে রাখাই এখানে নিয়ম, তাই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের (IGNDPS) শেষ যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা কতদিন পরে প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে?		বরাদ্দ পাওয়ার ৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৫, বরাদ্দ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৪, বরাদ্দ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৩, বরাদ্দ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ২, বরাদ্দ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ০ এবং বরাদ্দ পাওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে -২	৫		১. অন্যান্য কাজের চাপে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ২. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. যেহেতু টাকা পেতে অনেক দেরি হয় তাই টাকা পাওয়ার পরেও তাড়াতাড়ি প্রাপকদের দেওয়ার কোনো আগ্রহ থাকে না। ৪. কোনো টাকা আসার পর অনেকদিন ফেলে রাখাই এখানে নিয়ম, তাই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(জ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পর (IGNWPS) শেষ যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে তা কতদিন পরে প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে?		বরাদ্দ পাওয়ার ৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৫, বরাদ্দ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৪, বরাদ্দ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ৩, বরাদ্দ পাওয়ার ২১ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ২, বরাদ্দ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দেওয়া হলে ০ এবং বরাদ্দ পাওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে -২	৫		১. অন্যান্য কাজের চাপে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ২. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারীর অপ্রতুলতার কারণে প্রাপকদের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. যেহেতু টাকা পেতে অনেক দেরি হয় তাই টাকা পাওয়ার পরেও তাড়াতাড়ি প্রাপকদের দেওয়ার কোনো আগ্রহ থাকে না। ৪. কোনো টাকা আসার পর অনেকদিন ফেলে রাখাই এখানে নিয়ম, তাই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (চ)-(জ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা (চলছে)

<table>
<tr><th>বিষয়</th><th>উত্তর</th><th>নির্ধারিত নম্বরের ধরণ</th><th>সর্বোচ্চ নম্বর</th><th>প্রাপ্ত নম্বর</th><th>ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ
[এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]</th></tr>
<tr><td rowspan="3">(ঝ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা পঞ্চায়েত সমিতিতে আছে কি?
(যে কোনো একটিতে ✓ দিন)</td><td>(১) সম্পূর্ণ তালিকা আছে</td><td rowspan="3">উত্তর (১) হলে ৫,
উত্তর (২) হলে ২ এবং
উত্তর (৩) হলে ০</td><td rowspan="3">৫</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">১. এই রকম তালিকা রাখতে হবে জানা ছিল না।
২. প্রতিবন্ধী কাকে ধরা হবে এবং তাদের তালিকা কীভাবে তৈরি করতে হবে জানা নেই।
৩. এই এলাকায় কখনো প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির হয়নি।
৪. প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করার ক্ষমতা খুব সীমিত হওয়ায় তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
৫. আগে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু পরে সেটিকে আর হালনাগাদ করা হয়নি।
৬. আগে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু সেটি এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।
৭. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে থেকে এই তালিকা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো তালিকা জমা দেয়নি।
৮. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছে থেকে এই তালিকা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত কোনো তালিকা জমা দেয়নি।
৯. তালিকায় নাম উঠলে কী সুবিধা হবে তা নিয়ে যথেষ্ট প্রচার না হওয়ায় অনেক প্রতিবন্ধী বা তার পরিবার নাম তালিকাভুক্ত করতে উৎসাহ দেখান না।
১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td>(২) আংশিক তালিকা আছে</td></tr>
<tr><td>(৩) কোনো তালিকা নেই</td></tr>
<tr><td>(ঞ) কত শতাংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো প্রকল্পে সুযোগসুবিধা দেওয়া গেছে?</td><td></td><td>৮৫-১০০% হলে ৬,
৭০-৮৪% হলে ৫,
৫৫-৬৯% হলে ৪,
৪০-৫৪% হলে ৩,
২৫-৩৯% হলে ২ এবং
২৫%-এর কম হলে ০</td><td>৬</td><td></td><td>১. প্রতিবন্ধীদের কোন প্রকল্পে কী ধরণের সুযোগ দেওয়া যাবে তা জানা নেই।
২. মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কত জানা না থাকায় এই শতাংশের হিসাব করা গেল না।
৩. প্রত্যেক বছর কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক।
৪. বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সামগ্রিক হিসাব করা অসুবিধাজনক।
৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -</td></tr>
<tr><td colspan="3">মোট</td><td>৫০</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর x ২ ÷ ৫)</td><td>২০</td><td></td><td></td></tr>
</table>

প্রশ্ন, (ঝ), (ঞ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার

১৫. পঞ্চায়েত সমিতির উপবিধি

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে উপবিধি (Bye-Law) অনুসারে নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর (Rate), ফি ইত্যাদির আদায় ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে?[উপবিধি অনুযায়ী নতুনভাবে অভিকর, ফি ইত্যাদি নির্ধারিত হলে সেই অনুযায়ী এগুলির আদায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেল তার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট নিয়মে নম্বর পাওয়া যাবে। উপবিধি তৈরি হওয়ার আগে অনেক জায়গায় যোগাযোগের মাধ্যমে বা অনুরোধ করে কিছু অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় করা হয়েছে। আগের সেই মোট আদায়কে ভিত্তি ধরতে হবে। যেখানে উপবিধি তৈরি হওয়ার আগে কোনো অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় হয়নি, সেখানে উপবিধির পর আদায় হলে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি বলে ধরতে হবে ও সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। উপবিধি তৈরি না হয়ে থাকলে পঞ্চায়েত সমিতি -২ পাবেন।]		৫০% বা তার বেশি বৃদ্ধি পেলে **৬**, ৪০-৪৯% বৃদ্ধি পেলে **৫**, ৩০-৩৯% বৃদ্ধি পেলে **৪**, ২০-২৯% বৃদ্ধি পেলে **৩**, ১৫-১৯% বৃদ্ধি পেলে **২**, ১০-১৪% বৃদ্ধি পেলে **১**, ১০%-এর কম বৃদ্ধি পেলে **০** এবং উপবিধি তৈরি না হয়ে থাকলে **-২**	৬		১. এখনো উপবিধি তৈরি হয়নি। ২. অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব মতো আদায় হচ্ছে না। ৩. নতুন ভাবে নির্ধারিত অভিকর, ফি আদায় হলেও তা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ৪. অভিকর, ফি প্রভৃতির আদায় বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ৫. অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে কাউকে দেওয়া নেই। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অভিকর/ফি ইত্যাদি আদায়ের বিষয়টি নিয়মিতভাবে তদারকি করেন না। ৭. যাঁদের কাছ থেকে অভিকর, ফি ইত্যাদি আদায় হওয়ার কথা তাঁরা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে তাঁদের উপর জোর খাটানো যাচ্ছে না। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) উপবিধি তৈরি করা হয়ে থাকলে সেই উপবিধি অনুযায়ী অভিকর/ফি কীভাবে আদায় করা হয়? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [‘কোনো কোনো ধারা’ শব্দগুচ্ছটি বলতে সংগ্রহযোগ্য মোট ধারার অন্ততঃ ৩০% ব্যবহার হলেই ২ নম্বর পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন।]	(১) সম্ভাব্য সব ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হয় (২) কোনো কোনো ধারা ব্যবহার করে অভিকর/ফি আদায় করা হয় (৩) অভিকর/ফি আদায় করা হয় না	উত্তর (১) হলে **৪**, উত্তর (২) হলে **২** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	৪		১. উপবিধি তৈরি হয়নি তাই অভিকর, ফি আদায়ে কোনো ধারা ব্যবহৃত হয় না। ২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে যে নমুনা উপবিধি সরবরাহ করা হয়েছিল সেটাই পঞ্চায়েত সমিতির উপবিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতি তার নিজের মত করে পরিবর্তন করে নেয়নি সেজন্য অনেক ধারা এই পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ৩. উপবিধি অনুযায়ী ধারা ব্যবহার করায় অনেক অসুবিধা আছে, তাই সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। ৪. স্থানীয় চাপে অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৫. সমস্ত ধারা ব্যবহার করে অভিকর, ফি আদায়ে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৬. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অভিকর/ফি ইত্যাদি আদায়ের বিষয়টি নিয়মিতভাবে তদারকি করে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৬. পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেট

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরের ঘরে পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনার অনুমোদন ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে ২, ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ই মার্চের মধ্যে হলে ১, ১০ই মার্চের পরে হলে ০ এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে পরিকল্পনা তৈরি না হলে -২	২		১. পঞ্চায়েত সমিতিতে কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয় না। ২. সেভাবে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা হয় না, তাই ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বলে কিছু নেই। ৩. পরিকল্পনা হয় কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৪. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। ৬. পরিকল্পনা করে আগে দেখা গেছে যে নানান চাপে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যায় না তাই আর পরিকল্পনা তৈরি করা হয় না। ৭. স্থায়ী সমিতিগুলি কোনো প্রস্তাব দেয়নি বলে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের পঞ্চায়েত সমিতি স্তরের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পাঠানো গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কি? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [কোন প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব বা আইন বা অন্যান্য পরিকাঠামোয় করা সম্ভব নয়, এমন হলে সে সব প্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েতে ফেরত পাঠাতে হবে এবং সেগুলি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলে ধরা হবেনা। কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়েও আর্থিক বা অন্য অসুবিধার জন্য চলতি বছরে ধরা যাচ্ছে না এবং পরের বছর অগ্রাধিকার দিয়ে ধরা হবে এমন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হলে ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেভাবে জানিয়ে দিলে সেগুলি গৃহীত প্রস্তাব বলে ধরা যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েত যদি এইরকম কোনো প্রস্তাব না পাঠিয়ে থাকে তবে তাদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা হয় নি বা করা যায় নি। বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ব্যবস্থায় এটি কাম্য নয়। সেইজন্যই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এরকম প্রস্তাব না পাঠালে সেটিকে পঞ্চায়েত সমিতির ব্যর্থতা বলে ধরা হয়েছে এবং তার জন্য -২ নম্বর ধরা হয়েছে।]	(১) সবকটি গৃহীত হয়েছে (২) কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (৩) কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়নি (৪) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এরূপ কোনো প্রস্তাব পাঠায়নি	উত্তর (১) হলে ২, উত্তর (২) হলে ১, উত্তর (৩) হলে ০ এবং উত্তর (৪) হলে -২	২		১. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এইরকম প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়নি। ২. পঞ্চায়েত সমিতির উপর আস্থা না থাকার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কোনো প্রস্তাব পাঠায়নি। ৩. বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রস্তাব গ্রহণের সংখ্যার মধ্যে সমতা রাখার জন্য কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি। ৪. যে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজেদের কাজের অগ্রগতি খুব খারাপ তাদের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৫. আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়নি। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানো প্রস্তাবের কাজগুলি পরের বছর গ্রাম পঞ্চায়েতেরই করা উচিত ভেবে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়নি। ৭. বিরোধী রাজনৈতিক দলের দায়িত্বে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা প্রস্তাবগুলি ইচ্ছা করেই গ্রহণ করা হয়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

১৬. পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরের ঘরে বাজেট অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		পঞ্চায়েত সমিতি বাজেটের অনুমোদন ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে **৩**, ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে **২**, ১লা মার্চ থেকে ১০ই মার্চের মধ্যে হলে **১**, ১০ই মার্চের পরে হলে **০** এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে বাজেট তৈরি না হলে **-৫**	৩		১. পঞ্চায়েত সমিতিতে বাজেট তৈরি হয় না। ২. বাজেট হয় কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৪. বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে জানা যায়নি বলে বাজেট তৈরি করা যায়নি। ৫. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট করা সম্ভব হয় না। ৬. দেখা গেছে যে বাজেট করলেও বাজেট অনুযায়ী কাজ করা নানা কারণে সম্ভব হয় না, তাই বাজেট করা হয়নি। ৭. স্থায়ী সমিতিগুলি নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট তৈরি করে দেয়নি বলে নির্দিষ্ট সময়ে বাজেট তৈরি করা যায়নি। ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) বাজেট বহির্ভূত খরচ হয়ে থাকলে সেই অনুযায়ী ২০১০-১১ আর্থিক বছরের অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট (Supplementary and Revised Estimate) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়েছিল কি? (উত্তরের ঘরে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট অনুমোদনের তারিখটি লিখুন)		অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের অনুমোদন ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে হলে বা বাজেট বহির্ভূত খরচ না হয়ে থাকলে **২**, ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ই মার্চের মধ্যে হলে **১**, ১০ই মার্চের পরে হলে **০** এবং বাজেট বহির্ভূত খরচ হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সমিতিতে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট তৈরি না হলে **-২**	২		১. বাজেটই করা হয় না, তাই বাজেট বর্হিভূত খরচের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট সাধারণ সভা ডেকে পাশ করাতে হবে এটা জানা ছিল না। ৩. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৪. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রে সভাপতির সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট করা সম্ভব হয়নি। ৭. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেট তৈরি হয় না, তাই সেখানে ঢোকানোর প্রশ্নই ওঠে না। ৮. সাধারণ সভা ডেকে পাশ করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৯. সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল কিন্তু সেখানে পাশ হয়নি। ১০. অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটে ঢোকাতে হবে এটা জানা ছিল না। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৬. পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেট (চলছে)

বিষয়		উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) কাজের অনুমোদন দেওয়ার আগে	(১) তা পরিকল্পনায় আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. পঞ্চায়েত সমিতিতে কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয় না, তাই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. পরিকল্পনায় আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. পরিকল্পনা নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজটি প্রয়োজনীয় হলে সেটি পরিকল্পনায় আছে কি না তা দেখার দরকার আছে বলে মনে করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) বাজেটে সংস্থান আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. পঞ্চায়েত সমিতিতে কোনো বাজেট তৈরি হয় না, কাজেই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. বাজেটে আছে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. বাজেট নথিটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. বাজেট তো আনুমানিক এই ভেবে আর দেখা হয় না। ৬. প্রয়োজনে পরে অতিরিক্ত এবং সংশোধিত বাজেটে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে ভেবে আর দেখা হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) কাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরি হয় না, তাই দেখার প্রশ্ন ওঠে না। ২. নির্দিষ্ট প্ল্যান ও এস্টিমেট থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. প্ল্যান ও এস্টিমেট সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ৪. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৫. কাজ করাটাই বেশি প্রয়োজনীয় এই ধারণা থেকে কাজ হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী রেকর্ড ঠিক রাখার জন্য প্ল্যান ও এস্টিমেট তৈরি করা হয়। ৬. অনেক সময়েই কাজ শুরু করার পর প্ল্যান ও এস্টিমেট পালটে যায় বলে এর উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) অর্থের জোগান আছে কিনা দেখা হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ১, না হলে ০	১		১. বাজেট করা হয় না বলে অর্থের জোগান কোন সমস্যা হয় না। ২. অর্থের জোগান থাকবে ধরে নিয়ে আর দেখা হয় না। ৩. তাড়াতাড়ি অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না। ৪. যেহেতু প্রতি বছরের শেষে প্রায় সব খাতে অনেক টাকা থেকে যায়, অর্থের জোগান সমস্যা হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। ৫. গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে মালপত্র কেনার টাকা বা মজুরি বা দুটোই দরকার পড়লে টাকা পাওয়ার পর মেটানো যেতে পারে ভেবে অর্থের জোগান দেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (১) - (৪) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

১৬. পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেট (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(চ) এস্টিমেটের মধ্যে কাজ করা সম্ভব না হলে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয় কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কোনো এস্টিমেট করা হয় না, তাই বাড়তি এস্টিমেটের কথা অপ্রাসঙ্গিক। ২. কাজ শেষ হলে এস্টিমেট করা হয় তাই বাড়তি এস্টিমেটের প্রশ্ন আসে না। ৩. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নিতে হবে এটা জানা ছিল না। ৪. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন কীভাবে নিতে হবে জানা নেই। ৫. বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৬. অন্যান্য কাজের চাপে বাড়তি এস্টিমেটের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব কত? [মাথাপিছু নিজস্ব সংগৃহীত রাজস্ব = মোট নিজস্ব তহবিল ÷ মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০১১)।]		মাথাপিছু সংগ্রহের পরিমাণ ৭ টাকা বা তার বেশি হলে **১০**, ৬ টাকা থেকে ৬.৯৯ টাকা হলে **৯**, ৫.৫০ টাকা থেকে ৫.৯৯ টাকা হলে **৮**, ৫ টাকা থেকে ৫.৪৯ টাকা হলে **৭**, ৪.৫০ টাকা থেকে ৪.৯৯ টাকা হলে **৬**, ৪ টাকা থেকে ৪.৪৯ টাকা হলে **৫**, ৩.৫০ টাকা থেকে ৩.৯৯ টাকা হলে **৪**, ৩ টাকা থেকে ৩.৪৯ টাকা হলে **৩**, ২.৫০ টাকা থেকে ২.৯৯ টাকা হলে **২**, ২ টাকা থেকে ২.৪৯ টাকা হলে **১**, এবং ২ টাকার কম হলে **০**	১০		১. নিজস্ব রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয় নি। ২. নিজস্ব রাজস্বের সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৩. রাজনৈতিক কারণে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসা নিবন্ধীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ৪. উপবিধি অনুযায়ী অভিকর, ফি নির্ধারিত হলেও সেই হিসাব অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না। ৫. স্থানীয় চাপে উপবিধির অনেক ধারা ব্যবহার করা হয় না। ৬. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিত ভেবে অনেকে টাকা দিতে উৎসাহী হন না। ৭. পঞ্চায়েত সমিতির হাতে পুকুর, খেয়াঘাট বা অন্য আয়বর্ধক সম্পদ বেশি নেই বলে সেখান থেকে রাজস্ব বেশি আদায় হয় না। ৮. পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় খুব বেশি গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি বলে গাছ বিক্রি থেকে রাজস্ব বেশি আদায় হয় না। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ১৬. (চ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন ১৭. (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের বার্ষিক ডিমান্ডের কত শতাংশ আদায় হয়েছে? [এখানে বার্ষিক ডিমান্ড বলতে পূর্ব বছরগুলির বকেয়া (আদায়যোগ্য) এবং ২০১০-১১ আর্থিক বছরের ডিমান্ড একসাথে ধরে তার কত শতাংশ আদায় হয়েছে তার ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।]		৯০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৮৫-৮৯% হলে **৪**, ৮০-৮৪% হলে **৩**, ৭৫-৭৯% হলে **২**, ৭০-৭৪% হলে **১**, ৭০%-এর কম হলে **০** এবং বার্ষিক ডিম্যান্ডের কোনো তালিকা না থাকলে **-২**	৫		১. রাজনৈতিক কারণে সম্পদ সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ২. ডিম্যান্ড-এর তালিকায় পরিমাণ বেশি দেখানো আছে, তাই শতাংশের হিসাবে সংগ্রহ কম হয়। ৩. এই এলাকায় ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি বিশেষ নেই, তাই আদায় বিশেষ হয় না। ৪. যাঁরা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন তাঁরাই অ-কর দিতে বাধ্য হন, অন্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যান। ৫. অ-কর না দেওয়ার জন্য কখনো কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অ-কর দিতে মানুষ খুব একটা উৎসাহী থাকেন না। ৬. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে মানুষ অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৭. পঞ্চায়েত সমিতি মানুষকে যে পরিষেবা দেয় তার মান সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ আছে বলে মানুষ অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৮. সরকারের দেওয়া টাকা থেকেই উন্নয়নের সব কাজ হওয়া উচিত ভেবে অনেকে অ-কর দিতে উৎসাহী হন না। ৯. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া নেই। ১০. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি করতে হবে জানা ছিল না। ১১. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) পঞ্চায়েত সমিতিতে গত ২০১০-১১ আর্থিক বছরে উপার্জনের সুযোগ তৈরি করে এমন কোনো সম্পদ তৈরি হয়েছে কি?		হ্যাঁ হলে **১**, না হলে **০**	১		১. পঞ্চায়েত সমিতি এই ধরণের কোনো আয়ের উৎস তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। ২. অত্যন্ত কম পরিমাণ নিজস্ব আয় দিয়ে এই ধরণের উৎস তৈরি করা যায় না ৩. এই ধরণের সম্পদ তৈরি হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না বলে পঞ্চায়েত সমিতি এই ধরণের সম্পদ তৈরি করতে আগ্রহী হয়না ৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (খ)-(গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত

১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের তুলনায় কত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে? [= {(২০১০-১১ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল – ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল) × ১০০} ÷ ২০০৯-১০ আর্থিক বছরের নিজস্ব তহবিল। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।]		৩০% বা তার বেশি বৃদ্ধি পেলে **৪**, ১৫-২৯% বৃদ্ধি পেলে **৩**, ৬-১৪% বৃদ্ধি পেলে **২**, ৩-৫% বৃদ্ধি পেলে **১**, ৩%-এর কম বৃদ্ধি পেলে **০** এবং আগের বছরের তুলনায় কমে গেলে **-২**	৪		১. উপবিধি তৈরি হয়নি। ২. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি হয়নি। ৩. বার্ষিক ডিম্যান্ডের তালিকা তৈরি হলেও সেই অনুযায়ী সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ৪. রাজনৈতিক কারণে অভিকর/ফি/টোল আদায় সম্ভব নয়। ৫. এলাকায় অভিকর/ফি/টোল আদায়ের সুযোগ বেশি না থাকার কারণে নিজস্ব তহবিল বাড়ানো সম্ভব নয়। ৬. গত বছর আদায় ভালোই ছিল তাই এ বছর বৃদ্ধির পরিমাণ কম। ৭. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হয় সে সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ আছে বলে সংগ্রহ বাড়ে না। ৮. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের জন্য কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া নেই। ৯. ক্যাশিয়ার ব্যস্ত থাকেন বলে পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে আদায় হয় না। ১০. সরকারের দেওয়া টাকা পুরো খরচ হয় না বলে এই রাজস্ব সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয় না। ১১. আয়বর্ধক সম্পদ কাজে লাগিয়ে (পুকুর / খেয়াঘাট / খাস বা পতিত জমি / গাছ) আয় বাড়ানোর উদ্যোগ কম। ১২. পঞ্চায়েত সমিতির হাতে যে সমস্ত পুকুর আছে সেখান থেকে আয় বাড়ানোর সুযোগ নেই। ১৩. পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় খুব বেশি গাছ লাগানো সম্ভব হয়নি বলে সেখান থেকে আয় বাড়ে না। ১৪. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		

১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ক্যাশবই শেষ কবে লেখা হয়েছে? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		আজ বা গত কাল হলে **৫**, বিগত ২-৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, বিগত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, বিগত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **২**, বিগত ১৬-৩০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৩০ দিনেরও আগে হলে **-২**	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই লেখার রেওয়াজ নেই। ২. নিয়মিত ক্যাশবই লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় না। ৩. বিভিন্ন ব্যক্তি খরচ করেন তাই ভাউচারগুলি সময়মতো পাওয়া যায় না বলে ক্যাশবই নিয়মিত লেখা হয় না। ৪. দৈনিক ক্যাশবই লেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই লেখা হয় না। ৫. দৈনিক ক্যাশবই লেখার সময় হয় না, তাই লেখা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন ১৭. (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। ১৮. (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শেষ কবে ক্যাশবইতে স্বাক্ষর করেছেন? (যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হচ্ছে তার কত দিন আগে)		গত কাল হলে **৫**, বিগত ২-৩ দিনের মধ্যে হলে **৪**, বিগত ৪-৭ দিনের মধ্যে হলে **৩**, বিগত ৮-১৫ দিনের মধ্যে হলে **২**, বিগত ১৬-৩০ দিনের মধ্যে হলে **০** এবং ৩০ দিনেরও আগে হলে **-২**	৫		১. নিয়মিত ক্যাশবই লেখা হয় না বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সই করার সুযোগ পান না। ২. নিয়মিত ক্যাশবই সই করার রেওয়াজ নেই। ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়মিত পঞ্চায়েত সমিতিতে আসেন না। ৪. নিয়মিত ক্যাশবই সই করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই করা হয় না। ৫. অন্য কাজের চাপে নিয়মিত ক্যাশবই সই করার সময় হয় না, তাই করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(গ) Integrated Fund Monitoring System (IFMS) চালু হয়েছে কি এবং কী অবস্থায় আছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন)	(১) চালু হয়েছে এবং অবস্থা সন্তোষজনক (২) চালু হয়েছে কিন্তু অবস্থা সন্তোষজনক নয় (৩) চালু হয়নি	উত্তর (১) হলে **৫**, উত্তর (২) হলে **২** এবং উত্তর (৩) হলে **০**	৫		১. এই সফট্ওয়্যার কীভাবে পাওয়া যাবে জানা নেই। ২. সফট্ওয়্যারটি লাগানো হয়েছিল কিন্তু কর্মচারীরা এটি ব্যবহার করতে চান না। ৩. প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর অনেকদিন ব্যবহার না হওয়ায় কর্মচারীরা ঠিক সড়গড় হয়ে উঠতে পারেননি। ৪. সফট্ওয়্যার ব্যবহারে সমস্যা হলে সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই বলে ব্যবহার করা হয় না। ৫. সফটওয়্যার ব্যবহারে কাজ বেড়েই যাবে কমবে না এই ধারণা থেকে ব্যবহার করা হয় না। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১৫		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর × ২ ÷ ৩)			১০		

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (খ), (গ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

১৯. নিরীক্ষা

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) শেষ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার (Statutory Audit by Examiner of Local Accounts) প্রতিবেদন পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে **২**, না হলে **০**	২		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. নিরীক্ষায় পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা ঠিক হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ৩১শে মার্চ ২০১১ তারিখে কতগুলি অডিট প্যারার কোনোরকম উত্তর দিতে বাকি ছিল? (উত্তরের ঘরে যে ক'টি অডিট প্যারার উত্তর দিতে বাকি ছিল সেই সংখ্যাটি লিখুন)		কোনো প্যারার উত্তর দেওয়া বাকি নেই এমন হলে **৬**, অর্ধেক বা তার কম প্যারার উত্তর দেওয়া বাকি থাকলে **৩**, অর্ধেকের বেশি প্যারার উত্তর দেওয়া বাকি থাকলে **১** এবং একটি প্যারারও উত্তর দেওয়া না হলে **-২**	৬		১. অডিট প্যারার উত্তর দেওয়ার কোনো গুরুত্ব আছে বলে ভাবা হয়নি। ২. অডিট প্যারার উত্তর কীভাবে দিতে হবে জানা নেই। ৩. অডিট প্যারার সংখ্যা অনেক তাই সবকটির উত্তর দেওয়া যায়নি। ৪. অনেকগুলি অডিট প্যারারই কোনো সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৫. অনেকগুলি অডিট প্যারা ভালো করে বোঝা যায়নি তাই কোনোরকম উত্তরও দেওয়া হয়নি। ৬. উত্তর দিলে আগে যাঁরা পদাধিকারী বা কর্মচারী ছিলেন তাঁরা অসুবিধায় পড়তে পারেন ভেবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৭. উদ্যোগের অভাবে উত্তর দেওয়া হয়নি। ৮. অন্যান্য কাজের চাপে উত্তর দেওয়া যায়নি। ৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক), (খ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৯. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) শেষ বিধিবদ্ধ (ELA) নিরীক্ষার প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে বা প্রতিবেদনে যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ রাখা হয়েছে, তার কটিতে ব্যবস্থা কোন সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য, ব্যবস্থা নেওয়া মানে এই নয় যে সব অভিমত বা সুপারিশ সম্বন্ধে পঞ্চায়েত সমিতিকে একমত হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যথাযথ ও আইনসম্মত বলে ভাবতে পারেন।সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে লিখে রাখতে হবে এবং নিয়মমতো নিরীক্ষা আধিকারিক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।]	(১) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে (২) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৩) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৪) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৫) কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	উত্তর (১) হলে ৫, উত্তর (২) হলে ৩, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কী করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. আগে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখা গেছে তাতে কোনো ফল হয় না। ৫. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরি হয়ে যায়। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার (Internal Audit) প্রতিবেদন পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভায় পেশ করে আলোচনা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না)		হ্যাঁ হলে ২, না হলে ০	২		১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় জানা ছিল না। ২. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে কেউ উৎসাহিত নন, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হয়নি। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক গলদ বেরিয়েছে যা সাধারণ সভায় পেশ করা ঠিক হবে না বলে ভাবা হয়েছে। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অনেক অসন্তোষ আছে, তাই সাধারণ সভায় প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে না। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করা নিয়ে রাজনৈতিক/দলগত নিষেধ আছে, তাই সাধারণ সভায় তা পেশ করা হচ্ছে না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

১৯. নিরীক্ষা (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) শেষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রতিবেদনে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার ভিত্তিতে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (যে কোনো একটিতে ✓ দিন) [যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে বা প্রতিবেদনে যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ রাখা হয়েছে, তার কটিতে ব্যবস্থা কোন সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী নম্বর পাওয়া যাবে। অবশ্য, ব্যবস্থা নেওয়া মানে এই নয় যে সব অভিমত বা সুপারিশ সম্বন্ধে পঞ্চায়েত সমিতিকে একমত হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যথাযথ ও আইনসম্মত বলে ভাবতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংক্ষেপে যুক্তি দিয়ে লিখে রাখতে হবে এবং নিয়মমতো নিরীক্ষা আধিকারিক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। প্রশ্নে ঋণাত্মক নম্বর লক্ষ্যণীয়।]	(১) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে (২) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৩) সমস্ত ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৪) কিছু ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের পরে নেওয়া হয়েছে (৫) কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	উত্তর (১) হলে ৫, উত্তর (২) হলে ৩, উত্তর (৩) হলে ১, উত্তর (৪) হলে ০ এবং উত্তর (৫) হলে -২	৫		১. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কী করণীয় জানা নেই। ২. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে জানা নেই। ৩. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর জানা নেই, তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। ৪. ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু তা নিতে অনেক কারণে দেরি হয়ে যায়। ৫. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনেক প্রশ্ন ভালো করে বোঝা যায় না তাই কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি। ৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তোলা অনেক প্রশ্ন নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি সহমত পোষণ করে না, তাই সেগুলি সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয় নি। ৭. কিছু প্রশ্ন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হলে অনেক কাজ বেড়ে যায় বলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৮. অনেক প্রশ্নে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা উঠে আসে তা রাজনৈতিক/মানবিক কারণে নেওয়া যাবে না বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ৯. উদ্যোগের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ১০. অন্যান্য কাজের চাপে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ২)			১০		

প্রশ্ন (ঙ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)।	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **২০**, ৮০-৮৯% হলে **১৬**, ৭০-৭৯% হলে **১২**, ৬০-৬৯% হলে **৮**, ৫০-৫৯% হলে **৪** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	২০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. সভাপতি / সহকারী সভাপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. কাজের জন্য পাশের জমি ব্যবহার করা নিয়ে অসন্তোষে অনেক কাজ শুরু করা যায়নি, তাই বেশি অর্থও ব্যয় হয়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনায় (SGSY) প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)।	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. স্বনির্ভর দলগুলির চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়নি বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. এই পঞ্চায়েত সমিতিতে এস.জি.এস.ওয়াই.কে সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ৫. সভাপতি / সহকারী সভাপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ক) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (খ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(গ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. সভাপতি / সহকারী সভাপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঘ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. টাকা আসার পর কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. সভাপতি / সহকারী সভাপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৬. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীর উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. কয়েকটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. কিছু পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (গ), (ঘ) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঙ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পে (NFBS) প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **৮**, ৮০-৮৯% হলে **৬**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	৮		১. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীদের উদ্যোগের অভাবে পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারী কম থাকার জন্য পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৫. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেরি হওয়ায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কাজে দেরি করায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(চ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে (IGNOAPS) প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীদের উদ্যোগের অভাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারী কম থাকার জন্য ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৫. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেরি হওয়ায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কাজে দেরি করায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ছ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পে (IGNDPS) প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **৮**, ৮০-৮৯% হলে **৬**, ৭০-৭৯% হলে **৪**, ৬০-৬৯% হলে **২**, ৫০-৫৯% হলে **১** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	৮		১. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীদের উদ্যোগের অভাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারী কম থাকার জন্য ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৫. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেরি হওয়ায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কাজে দেরি করায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

প্রশ্ন (ঙ) - (ছ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পরের পাতায়.........

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(জ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পে (IGNWPS) প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০,** ৮০-৮৯% হলে **৮,** ৭০-৭৯% হলে **৬,** ৬০-৬৯% হলে **৪,** ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারীদের উদ্যোগের অভাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৩. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৪. পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মচারী কম থাকার জন্য ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্পের টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৫. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেরি হওয়ায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কাজে দেরি করায় টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ঝ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় প্রাপ্ত অর্থের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [প্রয়োজনীয় শতাংশ = (২০১০-১১ আর্থিক বছরে মোট ব্যয় x১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রাপ্ত অর্থ)]	মোট প্রাপ্ত অর্থ: মোট ব্যয়: প্রাপ্ত অর্থের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০,** ৮০-৮৯% হলে **৮,** ৭০-৭৯% হলে **৬,** ৬০-৬৯% হলে **৪,** ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. উপভোক্তাদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করতে দেরি হয়েছে। ২. উপভোক্তাদের কাছ থেকে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করে তাদের সাথে এগ্রিমেন্ট করতে দেরি হয়েছে। ৩. উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেরি হয়েছে। ৪. প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর অনেকেই কাজ শুরু করতে দেরি করেছেন তাই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে দেরি হয়েছে। ৫. বেশ কিছু টাকা ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে পাওয়া গেছে বলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. সভাপতি / সহকারী সভাপতির উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৭. পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৮. পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ৯. কিছু পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যের উদ্যোগের অভাবে বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ১০. বিরোধী দলের বাধায় বিশেষ কাজ করা সম্ভব হয়নি, তাই খুব বেশি অর্থও ব্যয় হয় নি। ১১. সূচক অনুযায়ী উপভোক্তা বাছাই করা হবে এটি জানার পর অর্থ ব্যয় করার উৎসাহ ছিল না। ১২. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (জ) : শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত। প্রশ্ন (ঝ) : পূর্তকার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঞ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে? [পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল অর্থে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে অভিকর, ফি, ফাইন, লেভি ইত্যাদি বাবদ (বকেয়া সহ) যা আদায় হয়েছে এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন সম্পদ থেকে গত আর্থিক বছরে যে অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে তার যোগফলকে বোঝাবে। নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয় হয়েছে = (নিজস্ব তহবিলের মধ্যে থেকে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে যা ব্যয় হয়েছে × ১০০) ÷ (১লা এপ্রিল ২০১০ তারিখে নিজস্ব তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি + ২০১০-১১ আর্থিক বছরে সংগৃহীত নিজস্ব তহবিল)]	মোট নিজস্ব তহবিল: নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ব্যয়: নিজস্ব তহবিলের কত শতাংশ ব্যয়:	৯০% বা তার বেশি হলে **১০**, ৮০-৮৯% হলে **৮**, ৭০-৭৯% হলে **৬**, ৬০-৬৯% হলে **৪**, ৫০-৫৯% হলে **২** এবং ৫০%-এর কম হলে **০**	১০		১. আগে থেকে কাজের পরিকল্পনা করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ২. আগে থেকে কাজের প্ল্যান/এস্টিমেট তৈরি করা ছিল না বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৩. কোন কাজটি করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়েছে বলে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৪. নিজস্ব তহবিলের বেশির ভাগ টাকাই বছরের শেষ দিকে সংগৃহীত হয়েছে তাই বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৫. নিজস্ব তহবিল সম্ভাব্য খরচের জন্য ধরে রাখা থাকে তাই বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ৬. নিজস্ব তহবিলের টাকা দীর্ঘমেয়াদী আমানত করে রাখলে লাভ হবে বলে ব্যবহার করা হয়নি। ৭. কয়েক বছরের টাকা জমিয়ে রাখলে কোনো একটা বড় কাজে হাত দেওয়া যাবে এই ভেবে টাকা ধরে রাখা হয়েছে। ৮. নিজস্ব তহবিলের টাকায় কী করা হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৯. জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের অভাবে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১০. কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে বেশি অর্থের সদ্ব্যবহার করা যায়নি। ১১. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ট) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয় হয়েছে?	অফিস পরিচালনার জন্য ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	১০%-এর কম হলে **৪**, ১০-১৪% হলে **৩**, ১৫-১৯% হলে **২**, ২০-২৯% হলে **১**, ৩০-৪৯% হলে **০**, ৫০-৫৯% হলে **-১**, এবং ৬০% বা তার বেশি হলে **-২**	৪		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয় এবং তার জন্য নিজস্ব তহবিল ছাড়া অন্য কোনো উৎস নেই। ২. পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ কম, তাই শতাংশের হিসাবে অফিস পরিচালনায় ব্যয় বেশি। ৩. সদস্যদের দাবিতে বিভিন্ন সভায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৪. কর্মচারীদের দাবিতে যাতায়াত ভাতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ৫. সব উন্নয়ন বা পরিষেবামূলক কাজ সরকারি টাকায় করা যাবে এই ধারণা থেকে নিজস্ব তহবিলের টাকা অফিস পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। ৬. অফিস পরিচালনা ছাড়া অন্য কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবনা নেই। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -

পরের পাতায়.........

প্রশ্ন (ঞ), (ট) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

২০. অর্থের সদ্ব্যবহার (চলছে)

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(ঠ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিলের (প্রারম্ভিক স্থিতি সহ) কত শতাংশ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি) ব্যয় হয়েছে?	সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয়: কত শতাংশ ব্যয়:	৪০% বা তার বেশি হলে **৫**, ৩০-৩৯% হলে **৪**, ২০-২৯% হলে **৩**, ১০-১৯% হলে **২**, ৫-৯% হলে **১** এবং ৫%-এর কম হলে **০**	৫		১. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য সামাজিক কর্মসূচিতে বেশি ব্যয় করা যায়নি। ২. কী ধরণের সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা নেই। ৩. সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. মানুষের দাবিতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৫. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(ড) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে উল্লিখিত কোনো দৃষ্টান্তমূলক কাজ করা হয়েছে কি? (যেটি বা যেগুলি করা হয়েছে সেটিকে বা সেগুলির ক্রমিক সংখ্যাকে গোল করে চিহ্নিত করুন)	১. দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিদের ভাতা বা খাবার দেওয়া ২. অপুষ্ট শিশু / গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ৩. দরিদ্র ব্যক্তিদের ওষুধ/শীতবস্ত্র কিনে দেওয়া ৪. মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া ৫. গ্রামীণ শিল্পীদের সহায়তা দেওয়া ৬. বিদ্যালয় / শিশু শিক্ষা কেন্দ্র / মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র / অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র / উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র / প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহনির্মাণ বা উন্নীতকরণ ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -	সাত রকমের মধ্যে যে কোনো পাঁচ রকম কাজ করে থাকলে **৫**, যে কোনো চার রকম কাজ করে থাকলে **৪**, যে কোনো তিন রকম কাজ করে থাকলে**৩**, যে কোনো দুই রকম কাজ করে থাকলে **২**, যে কোনো এক রকম কাজ করে থাকলে **১** এবং এই ধরণের কোনো কাজ না করে থাকলে **০**	৫		১. নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ এতই কম যে সেখান থেকে উন্নয়নের কাজ করা যায়নি। ২. অফিস পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হয়েছে এবং সেইজন্য এই সব কাজ করা যায়নি। ৩. এই সব কাজ করার কথা ভাবা হয়নি। ৪. এই সব কাজ কীভাবে করা হবে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। ৫. মানুষের দাবিতে পরিকাঠামোর কাজ করতে হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৬. অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়েছে, এই সব কাজে ব্যয় করার মত টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১২০		
প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর (= মোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৬)			২০		

প্রশ্ন (ঠ) - (ড) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

২১. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়েছে?

বিষয়	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(১) বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে (SGSY, TFC, SFC ও NFBS – এই চারটি খাতে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রথম যে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ও তার সদ্ব্যবহার শংসাপত্র পাঠানোর মধ্যের সময়ের গড়)		চারটি প্রকল্পের গড় সময়ের ব্যবধান ৩ মাস বা তার কম হলে ৭, ৩ মাসের বেশি কিন্তু ৪ মাস বা তার কম হলে ৩, ৪ মাসের বেশি কিন্তু ৬ মাস বা তার কম হলে ১ এবং ৬ মাসের বেশি হলে ০	৭		১. কাজ শুরু হতে দেরি হয়েছে বলে কাজ শেষ হতেও দেরি হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ২. কাজ ঠিক সময়ে শুরু হলেও শেষ হতে দেরি হয়েছে, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৩. কাজ শেষ করার পর ব্যয়ের ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল, তাই শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৪. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরি হয়েছে। ৫. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠেনি। ৬. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
(২) প্রশাসনিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে (২০১০-১১) আর্থিক বছরে প্রথম যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল তার কত দিন পরে)		২০১০-১১ আর্থিক বছরে প্রথম যে কয়েক মাসের জন্য টাকা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যেই পাঠানো হলে ৩, তা শেষ হওয়ার পরে ১৫ দিনের মধ্যে পাঠানো হলে ২, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের মধ্যে পাঠানো হলে ১, তা শেষ হওয়ার পরে ১ মাসের বেশি দেরি হলে ০ এবং কখনই না পাঠানো হলে -২	৩		১. প্রশাসনিক ব্যয়ের শংসাপত্র পাঠাতে হয় জানা ছিল না। ২. শংসাপত্র ঠিক কোন সময়ের মধ্যে পাঠাতে হয় তা জানা ছিল না তাই দেরি হয়েছে। ৩. অন্যান্য কাজের চাপে ঠিক সময়ে শংসাপত্র পাঠানো হয়ে ওঠেনি। ৪. দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়ের কিছু টাকা ধরে রাখা ছিল বলে শংসাপত্র পাঠাতে দেরি হয়েছে। ৫. শংসাপত্র ঠিক সময়ে পাঠানোর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। ৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট			১০		

প্রশ্ন (১), (২) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা

বিষয়	ধরণ	উত্তর	নির্ধারিত নম্বরের ধরণ	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	ভালো নম্বর না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ [এক বা একাধিক কারণ চিহ্নিত করুন (ক্রমিক সংখ্যাটিকে গোল করে)]
(খ) পঞ্চায়েত সমিতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্য ও প্রতিবেদনগুলি কখন পাঠিয়েছেন?	(১) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের বার্ষিক কাজের প্রতিবেদন (৪ নং ফর্ম)		৩১শে মে ২০১১ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদন জেলা থেকে কখনো চাওয়া হয় নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৫. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই প্রতিবেদন পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৬. ৩১শে মে তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(২) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের জমা খরচের বার্ষিক বিবরণী (২৭ নং ফর্ম)		৩১শে মে ২০১১ তারিখের মধ্যে জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া হলে **২**, না হলে **০**	২		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদন জেলা থেকে কখনো চাওয়া হয় নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৫. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৬. ৩১শে মে তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৩) MGNREGS, SGSY, TFC ও SFC প্রকল্পের ২০১১ সালের মার্চ মাসের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন		চারটি প্রকল্পের মধ্যে যে কটির মার্চ মাসের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ১০ই এপ্রিল ২০১১ তারিখের মধ্যে জেলায় পাঠানো হয়েছে সেই সংখ্যা × ১	৪		১. এই রকম প্রতিবেদন পাঠানোর কোনো রেওয়াজ এখানে নেই। ২. বিভিন্ন কাজের চাপে এই প্রতিবেদন ঠিক সময়ে পাঠানো হয় না। ৩. এই প্রতিবেদন পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদন জেলা থেকে কখনো চাওয়া হয় নি, তাই তৈরিও করা হয়নি। ৫. শুধুমাত্র উপর থেকে চাপ আসলে তবেই পাঠানো হয়, নির্দিষ্ট সময়মতো হয় না। ৬. ১০ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে জানা ছিল না। অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
	(৪) এগুলি ছাড়া রাজ্য সরকার, জেলা বা মহকুমা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে বিভিন্ন সময়ে চেয়ে পাঠান এমন তথ্য বা প্রতিবেদন		নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হলে **২**, নির্ধারিত সময়ের পরে ৭ দিনের মধ্যে হলে **১.৫**, নির্ধারিত সময়ের পরে ১৫ দিনের মধ্যে হলে **১** এবং নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিনেরও বেশি পরে হলে **০**	২		১. বিভিন্ন কাজের চাপে এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো হয়নি। ২. এই ধরণের প্রতিবেদন এত চাওয়া হয় যে সবগুলি সময়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি। ৩. প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সবসময় তৈরি থাকে না, সেগুলি জোগাড় করতে সময় লাগে। ৪. এই ধরণের প্রতিবেদনের সবগুলি পাঠানো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ৫. যে প্রতিবেদনগুলির জন্য উপর থেকে বারবার চাপ এসেছে সেগুলিই পাঠানো হয়েছে, অন্যগুলি পাঠানো হয়নি। ৬. কর্মচারীর অভাবের জন্য এই ধরণের প্রতিবেদনগুলি ঠিক সময়ে পাঠানো যায়নি। ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) -
মোট				১০		

প্রশ্ন (১) - (৪) : অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ারভুক্ত।

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

সামগ্রিক

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(ক) নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা			
১. পঞ্চায়েত সমিতির দেয় পরিষেবা		৩০	
২. পঞ্চায়েত সমিতির কাজে সদস্যদের অংশগ্রহণ		২০	
৩. পঞ্চায়েত সমিতির কাজে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের অংশগ্রহণ	(ক) ২০১০-১১ আর্থিক বছরের ষান্মাসিক ব্লক সংসদ সভাটিতে উপস্থিতির হার	১০	
৪. পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতিগুলির কার্যকারিতা	(ক) কোন কোন স্থায়ী সমিতি ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বাজেট ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১০-এর মধ্যে তৈরি করে জমা দিয়েছে?	১০	
	(খ) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে স্থায়ী সমিতিগুলি বিভিন্ন সভায় নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনগুলিতে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করেছে?	২০	
৫. পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা		১০	
৬. পঞ্চায়েত সমিতি ভবন ও কার্যালয় ব্যবস্থাপনা		৮	
৭. পঞ্চায়েত সমিতি তথ্যসংরক্ষণ ও তা জানার ব্যবস্থা	(ক) রেজিস্টার সংক্রান্ত	৫	
	(খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত	২	
৮. পঞ্চায়েত সমিতির কাজের স্বচ্ছতা		১০	
৯. শিক্ষা		১০	
১০. জনস্বাস্থ্য		১০	
১১. দরিদ্রদের স্বপক্ষে গৃহীত কার্যাবলী		২০	
১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন		১০	
১৩. বিপর্যয় মোকাবিলা		৫	
১৪. সামাজিক নিরাপত্তা		২০	
মোট (নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা)		**২০০**	

পরের পাতায়.........

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

সামগ্রিক (চলছে)

বিষয়		সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
(খ) সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার			
১৫. পঞ্চায়েত সমিতির উপবিধি		১০	
১৬. পঞ্চায়েত সমিতির পরিকল্পনা ও বাজেট		১০	
১৭. নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ		২০	
১৮. আর্থিক ব্যবস্থাপনা		১০	
১৯. নিরীক্ষা		১০	
২০. অর্থের সদ্ব্যবহার		২০	
২১. সদ্ব্যবহার শংসাপত্র (Utilisation Certificate) ও সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	(ক) সদ্ব্যবহার শংসাপত্র কখন পাঠানো হয়েছে?	১০	
	(খ) প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা	১০	
মোট (সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার)		**১০০**	
সর্বমোট		**৩০০**	
প্রকৃত সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর (= সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ÷ ৩)		**১০০**	

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী আধিকারিক ও সভাপতির মতামত

(যেহেতু বিভিন্ন প্রশ্নের নম্বরকে যোগ করে স্থায়ী সমিতির মোট নম্বর হিসাবে দেখানো হয়েছে [কোনো কোনো বিষয়ে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বরের যে হিসাব আছে তা এই সারণীতে বিবেচনায় আনা হয়নি] সেজন্য সবকটি স্থায়ী সমিতির নম্বরের যোগফল ৩০০ হয়নি)

স্থায়ী সমিতি	যে প্রশ্নগুলি ঐ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ার ভুক্ত	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	স্থায়ী সমিতির সভার তারিখ ও কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	১.(জ), ২, ৩.(ক), ৪.(ক), ৪.(খ): (অ), ৫.(ক) - ৫.(গ), ৬.(ক) - ৬.(গ), ৬.(ঙ) - ৬.(জ), ৭.(ক): (১) - (৬), ৭.(খ): (১) - (২), ৮.(ক) - ৮.(চ), ১১.(ক) - ১১.(গ), ১১.(ঙ), ১৩.(ক) - ১৩.(গ), ১৪.(ক), ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০.(ক), ২০.(গ) - ২০.(ঘ), ২০.(ঞ) - ২০.(ড), ২১	৩১৭		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ	১.(ঘ), ১.(চ), ১.(ছ), ৪.(খ): (আ), ৬.(ঘ), ১০.(ক) - ১০.(গ), ১২.(গ)	৩৯		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
পূর্তকার্য ও পরিবহন	১.(ক) - ১.(গ), ১.(ঙ), ১.(ঝ), ৪.(খ): (ই), ১১.(ঘ), ২০.(ঝ)	৩৭		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
কৃষি, সেচ ও সমবায়	৪.(খ): (ঈ), ১২.(ক), ১৪.(গ)	২০		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া	৪.(খ): (উ), ৯.(ক) - ৯.(ঘ), ১২.(খ)	৩০		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

স্থায়ী সমিতি	যে প্রশ্নগুলি ঐ স্থায়ী সমিতির এক্তিয়ার ভুক্ত	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	স্থায়ী সমিতির সভার তারিখ ও কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ	৪.(খ): (উ), ১১.(চ) - ১১.(জ), ১৩. (ঘ), ১৪.(ঘ) - ১৪.(ঞ), ২০.(খ), ২০.(ঙ) - ২০.(জ)	১০২		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
বন ও ভূমি সংস্কার	১.(ঞ), ৪.(খ): (ঋ)	১২		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ	৪.(খ): (এ)	৮		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
খাদ্য ও সরবরাহ	৪.(খ): (ঐ), ১৪.(খ)	১৩		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর
ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি	৪.(খ): (ও),	৮		.... তারিখে স্থায়ী সমিতির সভায় পাশের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পূরণ করা হয়েছে। .... কর্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর

স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে দশটি স্থায়ী সমিতির দেওয়া উত্তর ও নম্বরগুলির উপরে .... তারিখে পঞ্চায়েত সমিতির বর্ধিত সাধারণ সভায় সকলে মিলে আলোচনা করে ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

নির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষর ও সীল

সভাপতির স্বাক্ষর ও সীল

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

এই স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন আপনাদের জন্য। এটিকে আপনাদের পছন্দমত করে তৈরি করতে মতামত দিন।

(১) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে নতুন যে যে প্রশ্নগুলি ঢোকানো প্রয়োজন	
(২) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন	
(৩) ২০১১-১২ আর্থিক বছরের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে যে প্রশ্নে পরিবর্তন করা প্রয়োজন (কী পরিবর্তন করা প্রয়োজন উল্লেখ করুন)	

পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থানের স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০১০-১১)

২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান সাফল্য ও ব্যর্থতা

(১) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান সাফল্য :	সাফল্যের কারণ :
(২) ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান ব্যর্থতা :	ব্যর্থতার কারণ :

২০০৯-১০ আর্থিক বছরের কাজের ভিত্তিতে যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তাদের নামের তালিকা

জেলা	নির্ভরযোগ্য ও সক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা প্রশ্ন নং (১-১৪)		সম্পদ সৃষ্টি ও তার সদ্ব্যবহার প্রশ্ন নং (১৫-২১)	
	পঞ্চায়েত সমিতির নাম	প্রাপ্ত নম্বর	পঞ্চায়েত সমিতির নাম	প্রাপ্ত নম্বর
বাঁকুড়া	বড়জোড়া	১৬৯.৪০	বড়জোড়া	৯০.৪২
বীরভূম	মুরারাই-২	১৩২.৭৪	মুরারাই-২	৬১.৩৬
বর্ধমান	রায়না-২	১৮৭.০০	মঙ্গলকোট	৯২.২০
হাওড়া	ডোমজুড়	১৯৭.২৯	ডোমজুড়	৯৫.৪৩
মুর্শিদাবাদ	রঘুনাথগঞ্জ-২	১৬০.৫২	জলঙ্গী	৭৬.৫৭
নদীয়া	কৃষ্ণগঞ্জ	১৬৮.২৩	কৃষ্ণগঞ্জ	৮৫.৪২
উত্তর ২৪-পরগণা	হাড়োয়া	১৭৯.৮৩	বাদুড়িয়া	৮৯.৮৭
পূর্ব মেদিনীপুর	রামনগর-১	১৯৮.৬৬	রামনগর-১	৯৫.২৯
পুরুলিয়া	পুরুলিয়া-২	১২৫.১৫	পুরুলিয়া-২	৫৯.০৮
উত্তর দিনাজপুর	কালিয়াগঞ্জ	১৭৯.৪৪	কালিয়াগঞ্জ	৯৮.১৯
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর	**রামনগর-১ (পূর্ব মেদিনীপুর)**	**১৯৮.৬৬**	**কালিয়াগঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)**	**৯৮.১৯**

সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নামের তালিকা কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, হুগলী, জলপাইগুড়ি, মালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ও দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলা পরিষদ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে পাওয়া যায়নি।